[১][**প্রথম তফসিল**

আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন

[ধারা ২৪ দ্রষ্টব্য)

আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন।- (১) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত রিটার্ন বৈধ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি-

(ক) উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের পূর্বে-

(অ) এইরূপ আয়সহ মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করেন; এবং

(আ) অপ্রদর্শিত আয়ের সমানুপাতিক করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে জরিমানা পরিশোধ করেন;

(খ) ধারা ১৭১ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয়; এবং

(গ) রিটার্নের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করা হয়-

(অ) ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম;

(আ) ঘোষিত আয়ের খাত ও পরিমাণ; এবং

(ই) ঘোষিত আয়ের উপর পরিশোধিত কর ও জরিমানা।

(২) ধারা ২৪ ও এই তফসিলের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যদি-

(ক) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২১২ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করিবার বা কোনো আয় বা তাহার

---

[১] প্রথম তফসিল অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ) এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(খ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২০০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ব্যাংক কোম্পানির উপর কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(গ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৩১১-৩১৩ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয়-

(অ) কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ভূত না হয়; বা

(আ) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত হয়; বা

(ঙ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয় সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

(৩) ধারা ২৪ ও এই তফসিলের অধীন প্রদর্শিত আয় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসহ যেকোনো উৎপাদনমূলক কার্যক্রম বা খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে, যথা:-

(ক) শিল্পোদ্যোগ ও তাহার সম্প্রসারণ;

(খ) বিদ্যমান কোনো শিল্প-কারখানার প্রমিতকরণ, আধুনিকীকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ;

(গ) ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমি;

(ঘ) বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ; বা

(ঙ) পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পোদ্যোগ।]

দ্বিতীয় তফসিল
অনুমোদিত তহবিলসমূহ
[ধারা ২ দ্রষ্টব্য]
অংশ ১
অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল

১। **বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল অনুমোদনের শর্তাবলি।**-নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে, বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল অনুমোদন পাইবে এবং উক্ত অনুমোদন বহাল থাকিবে, যথা:-

(ক) বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সূত্রে, সংশ্লিষ্ট তহবিলটি অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাস্টের আওতায় প্রতিষ্ঠিত তহবিল হইতে হইবে;

(খ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনাটিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে কেহ নির্ধারিত বয়সে বা তাহার পরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা এইরূপ অবসর গ্রহণের পূর্বেই কাজ করিতে অক্ষম হইলে উক্ত কর্মচারীকে অথবা এইরূপ কর্মচারীর মৃত্যুর পর যদি তাহার বিধবা স্ত্রী, সন্তান অথবা পোষ্যগণ থাকে, তবে তাহাদের কল্যাণার্থে, বার্ষিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান বর্ণিত তহবিলে একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে হইবে;

(গ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার নিয়োগকর্তাকে তহবিলটির চাঁদা প্রদানকারী হইতে হইবে;

(ঘ) তহবিল হইতে মঞ্জুরকৃত সকল বার্ষিক অনুদান, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা কেবল বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য হইবে;

(ঙ) তহবিলটি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর কমিশনার, অতঃপর এই অংশে কমিশনার বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদনের লক্ষ্যে অন্য কোনো শর্ত প্রয়োগ যথার্থ বিবেচনা করিলে, উক্ত শর্ত পালন সাপেক্ষে, উক্তরূপ তহবিল বা উহার অংশবিশেষ হইতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(অ) তহবিলের বিধান থাকা সত্ত্বেও, তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা নির্ধারিত কতিপয় আকস্মিক খরচ নির্বাহের জন্য ফেরত গ্রহণের ক্ষেত্রে;

(আ) পূর্বে উল্লিখিত এককালীন অর্থ প্রদান তহবিলের প্রধান উদ্দেশ্য হইবার বিধান থাকা সত্ত্বেও, যদি এইরূপ কোনো ক্ষেত্রে উহা একমাত্র উদ্দেশ্য না হইয়া থাকে; অথবা

(ই) যে ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সহিত উল্লিখিত তহবিল সম্পর্কিত সেই ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনা কেবল আংশিকভাবে বাংলাদেশে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও।

২। **অনুমোদনের পদ্ধতি।**-(১) বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল অনুমোদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তহবিলের যেকোনো একজন ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কমিশনারের অধীন করদাতা হিসাবে তাহার কর নির্ধারণ করা হয়, সেই কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের তারিখের পর তহবিলের বিধি, সংবিধান, উদ্দেশ্য বা শর্তসমূহে কোনো পরিবর্তন করা হইলে, আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনারকে উক্ত সংশোধনের বিষয়ে অবহিত করিবেন।

(৩) কমিশনার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তাহার নিকট থাকা দলিলাদি বিবেচনা করিবেন এবং তিনি বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে ট্রাস্টির নিকট অন্যান্য দলিলপত্র চাহিতে পারিবেন।

(৪) আবেদনপত্র বিবেচনাকালে কমিশনার, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে তাহার নিকট হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনার আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনপত্রের বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যর্থতায়, এইরূপ তহবিলের অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) অনুমোদন মঞ্জুর হইলে, আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) অনুমোদনের শর্তাবলি ও যোগ্যতা;

(খ) অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ; এবং

(গ) অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ [২][, যাহা ১০ (দশ) বছরের নিম্নে হইবে না]।

(৭) কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইলে, উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে ট্রাস্টি কর্তৃক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে।

---

[২] ", যাহা ১০ (দশ) বছরের নিম্নে হইবে না" চিহ্ন ও শব্দগুলি "মেয়াদ" শব্দের পর অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩১(ক) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

৩। **অনুমোদন প্রত্যাহার।**-(১) যদি কমিশনার বিবেচনা করেন যে, যে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ ও ৩ এ বর্ণিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হইয়াছে অথবা পূরণ হয় নাই, সেইক্ষেত্রে কমিশনার উক্ত অনুমোদন যেকোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে যেই তারিখে অনুমোদন প্রত্যাহারের আদেশ প্রদান করা হইবে সেই তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।

(৩) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

(৪) যেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া তহবিলের কোনো ট্রাস্টিকে লিখিতভাবে সেই বিষয়ে অবহিত করিতে হইবে-

(ক) এইরূপ প্রত্যাহারের কারণ; এবং

(খ) প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ।

(৫) যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে উহার সমাপ্তি ঘটিবে, এবং ট্রাস্টি কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন নূতনভাবে আবেদন করিতে হইবে যদি পুনরায় অনুমোদন চাওয়া হয়।

৪। **তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা।**-(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিলের বিনিয়োগ অথবা আমানত হইতে উপার্জিত আয় এবং এইরূপ তহবিলের মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনি আয় আয়কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(২) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদার অর্থ, এই আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, তাহার কর নির্ধারণীর উদ্দেশ্যে গণনাকৃত আয়, লাভ ও মুনাফা হইতে বাদ যাইবে।

৫। **তহবিলের অনুমোদন বিলুপ্তিতে ট্রাস্টির দায়দায়িত্ব।**-যদি কোনো কারণে কোনো অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিলের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে তহবিলের ট্রাস্টির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পরিশোধের জন্য করদায় বর্তাইবে-

(ক) ফেরত প্রদত্ত চাঁদা (চাঁদার সুদ, যদি থাকে, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে);

(খ) বার্ষিক এককালীন ভাতার বিনিময়ে বা পরিবর্তে প্রদত্ত অর্থ; এবং

(গ) তহবিলের বিলুপ্তি হইবার পূর্বে তহবিল বা তহবিলের অংশবিশেষের জন্য পরিশোধকৃত অর্থ।

৬। **বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল সম্পর্কিত যে সকল বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।-** উপকর কমিশনার, নোটিশ দ্বারা, কোনো অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল এর ট্রাস্টি বা বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল-এ চাঁদা প্রদানকারী নিয়োগকর্তাকে নিম্নবর্ণিত বিবরণ দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিযোগে একটি রিটার্ন-

(অ) তহবিল হইতে বার্ষিক অনুদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও আবাসিক ঠিকানা;

(আ) প্রত্যেক প্রাপককে পরিশোধযোগ্য বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ;

(ই) নিয়োগকর্তাকে অথবা কর্মচারীকে ফেরত প্রদত্ত চাঁদার (সুদসহ চাঁদা, যদি থাকে) বিবরণাদি; এবং

(ঈ) বার্ষিক অনুদানের বিনিময়ে বা পরিবর্তে পরিশোধিত অর্থের বিবরণাদি; এবং

(খ) তহবিলের হিসাববিবরণী প্রেরণের নোটিশ সরবরাহের পূর্বের শেষ দিন পর্যন্ত তহবিলের জন্য প্রণীত হিসাববিবরণী এবং ইহার সহিত বোর্ড যেইরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবে সেইরূপ অন্যান্য তথ্য ও বিবরণ।

৭। ব্যাখ্যা।– এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) "**নিয়োগকর্তা**", "**কর্মচারী**", "**চাঁদা**" এবং "**বেতন**" অভিব্যক্তিসমূহ ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল-এর ক্ষেত্রেও সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে; এবং

(খ) "**বার্ষিক সাধারণ চাঁদা**" অর্থ নির্ধারিত পরিমাণের বার্ষিক চাঁদা অথবা তহবিলের সদস্যগণের উপার্জন, চাঁদার পরিমাণ অথবা সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর পরিমাণকৃত নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা।

অংশ ২
অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল

১। **অনুমোদনের শর্তাবলি**।- (১) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, আনুতোষিক তহবিল অনুমোদন পাইবে এবং উক্ত অনুমোদন বহাল থাকিবে-

(ক) বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সূত্রে, সংশ্লিষ্ট তহবিলটি অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাস্টের আওতায় প্রতিষ্ঠিত তহবিল হইবে এবং উক্ত ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার অন্যূন ৯০% (নব্বই শতাংশ) কর্মচারী বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে হইবে;

(খ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনাটিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে কেহ নির্ধারিত বয়সে বা তৎপরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা এইরূপ অবসর গ্রহণের পূর্বেই কাজ করিতে অক্ষম হইলে উক্ত কর্মচারীকে অথবা এইরূপ কর্মচারীর মৃত্যুর পর যদি তাহার বিধবা স্ত্রী, সন্তান অথবা পোষ্যগণ থাকে তাহাদের কল্যাণার্থে, বার্ষিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান বর্ণিত তহবিলের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে হইবে;

(গ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার নিয়োগকর্তাকে তহবিলটির চাঁদা প্রদানকারী হইতে হইবে; এবং

(ঘ) তহবিল হইতে মঞ্জুরকৃত সকল সুবিধা কেবল বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য হইবে।

(২) [৩][কর কমিশনার] যেই তারিখে লিখিতভাবে তহবিলের ট্রাস্টিকে কোনো অনুমোদন প্রদান বা উহা প্রত্যাহারের আদেশ অবহিত করিবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত আদেশ বলবৎ হইবে।

২। **অনুমোদনের পদ্ধতি**।- (১) আনুতোষিক তহবিল অনুমোদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তহবিলের কোনো একজন ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কমিশনারের অধীন করদাতার কর নির্ধারণ হয় সেই কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

---

[৩] "কর কমিশনার" শব্দগুলি "বোর্ড" শব্দের পরিবর্তে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩১(খ)(অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(২) অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের তারিখের পর তহবিলের বিধি, সংবিধান, উদ্দেশ্য বা শর্তসমূহে কোনো পরিবর্তন করা হইলে, আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনারকে উক্ত সংশোধনের বিষয়ে অবহিত করিবে।

(৩) কমিশনার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তাহার নিকট থাকা দলিলাদি বিবেচনা করিবেন এবং তিনি লিখিতভাবে ট্রাস্টির নিকট অন্যান্য দলিলপত্র চাহিতে পারিবে।

(৪) আবেদনপত্র বিবেচনাকালে কমিশনার, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে তাহার নিকট হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনার আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনপত্রের বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যর্থতায়, এইরূপ তহবিলের অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) অনুমোদন মঞ্জুর হইলে, আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) অনুমোদনের শর্তাবলি ও যোগ্যতা;

(খ) অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ;

(গ) অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ [৪][যাহা ১০ (দশ) বছরের নিম্নে হইবে না]।

(৭) যেইক্ষেত্রে অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে যেই তারিখে অনুমোদনের আদেশ প্রদান করা হইবে সেই তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।

(৮) কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইলে, উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে ট্রাস্টি কর্তৃক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে।

৩। **অনুমোদন প্রত্যাহার।**- (১) যদি কমিশনার বিবেচনা করেন যে, সংশ্লিষ্ট আনুতোষিক তহবিল কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ ও ৩ এ বর্ণিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হইয়াছে অথবা পূরণ করা হয় নাই, তাহা হইলে কমিশনার উক্ত অনুমোদন যেকোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে যেই তারিখে অনুমোদন প্রত্যাহারের আদেশ প্রদান করা হইবে সেই তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।

---

[৪] "যাহা ১০ (দশ) বছরের নিম্নে হইবে না" শব্দগুলি "মেয়াদ" শব্দের পর অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩১(খ)(আ) ধারাবলে সন্নিবেশিত প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(৩) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

(৪) যেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া তহবিলের কোনো ট্রাস্টিকে লিখিতভাবে উহা অবহিত করিতে হইবে-

(ক) এইরূপ প্রত্যাহারের কারণ; এবং

(খ) প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ।

(৫) যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাহার সমাপ্তি ঘটিবে, এবং পুনরায় অনুমোদন চাওয়া হইলে, ট্রাস্টি কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন নূতনভাবে আবেদন করিতে হইবে ।

৪। **তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা।-** নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার অর্থ, এই আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, তাহার কর নির্ধারণীর মাধ্যমে গণনাকৃত আয়, লাভ ও মুনাফা হইতে বাদ যাইবে।

৫। **পুনঃপরিশোধিত চাঁদার ব্যবস্থাপনা।-** যেইক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকর্তার পরিশোধিত চাঁদা (চাঁদার সুদ, যদি থাকে, অন্তর্ভুক্ত হইবে) উক্ত নিয়োগকর্তাকে পুনরায় পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে করবর্ষে নিয়োগকর্তা উক্তরূপ ফেরত প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৎসরে উক্ত ফেরত প্রাপ্ত অর্থ তাহার কর নির্ধারণীতে তাহার আয় হিসাবে পরিগণনা করা হইবে।

৬। **আনুতোষিক তহবিলের জন্য যে সকল তথ্য দাখিল করিতে হইবে।-** উপকর কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের ট্রাস্টি এবং কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের চাঁদা প্রদান করিয়াছেন এইরূপ নিয়োগকর্তাকে নোটিশের মাধ্যমে কোনো রিটার্ন, বিবরণী, বিবৃতি অথবা তথ্যসমূহ দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে, উক্ত ট্রাস্টি বা নিয়োগকর্তা নোটিশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে উহা উপকর কমিশনারের নিকট দাখিল করিবে।

৭। এই অংশের বিধানাবলি তহবিলের প্রবিধানের উপর প্রাধান্য পাইবে।- যেইক্ষেত্রে আনুতোষিক তহবিলের কোনো প্রবিধানের সহিত এবং এই অংশের কোনো বিধানাবলির সহিত অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, সেইক্ষেত্রে আনুতোষিক তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপুর্ণ অংশটুকু অকার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং বোর্ড যেকোনো সময় আনুতোষিক তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপুর্ণ অংশটুকু দূরীভূত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৮। **ব্যাখ্যা**।-এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, 'চাঁদা', 'কর্মচারী', নিয়োগকারী', 'তহবিলের প্রবিধান' এবং 'বেতন' অভিব্যক্তিসমূহের অর্থ ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে;

অংশ ৩
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল

১। **অপ্রযোজ্যতা।-** এই অংশের বিধানাবলি Provident Fund Act, 1925 (Act No. [৫][XIX] of 1925) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২। **স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে পূরণীয় শর্তাবলি।-** কোনো ভবিষ্য তহবিল কর্তৃক স্বীকৃতি গ্রহণ এবং স্বীকৃতি বহাল রাখিবার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে-

(ক) সকল কর্মচারীর নিয়োগ বাংলাদেশের মধ্যে হইতে হইবে অথবা নিযুক্ত কর্মচারীগণের নিয়োগকর্তার ব্যবসার মুখ্য স্থান বাংলাদেশে অবস্থিত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকৃত কর্মচারীগণের অনধিক ১০% (দশ শতাংশ) বাংলাদেশের বাহিরে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, কর কমিশনার (অতঃপর এই অংশে ''কমিশনার'' হিসাবে উল্লিখিত) যদি শর্তসাপেক্ষে বিবেচনা করেন, তাহা হইলে উক্ত শর্ত সাপেক্ষে, কোনো নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের বাহিরে হওয়া সত্ত্বেও তাহার পরিচালিত তহবিলকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) কোনো বৎসর একজন কর্মচারীর বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ তাহার বার্ষিক বেতন হইতে নির্দিষ্ট হারে ধার্য করা হইবে, এবং সেই বৎসর কর্মচারীর বেতন হইতে যেই হারে চাঁদা পরিশোধ্য ছিল সেই হারের নিরিখে প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক কিস্তিতে নিয়োগকর্তা কর্তৃক চাঁদা কর্তন করা হইবে এবং তহবিলে কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে উক্ত অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে;

(গ) কোনো বৎসরের জন্য কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য চাঁদার পরিমাণ সেই বৎসরের জন্য কর্মচারীর প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইতে পারিবে না, এবং

---

[৫] "XIX" সংখ্যা "19" সংখ্যার পরিবর্তে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩১(গ)(অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

নিয়োগকর্তা কর্তৃক সেই অর্থ কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে অনধিক ১ (এক) বৎসরের ব্যবধানে জমা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, কোনো বিশেষ তহবিলের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই দফার বিধান শিথিল করিতে পারিবেন-

(অ) যে কর্মচারীর মাসিক বেতন অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা, এইরূপ প্রতিটি কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক অধিক চাঁদা জমাদানের অনুমতি প্রদান; এবং

(আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে সাময়িক বা পর্যায়ক্রমিক বোনাস বা আকস্মিক প্রকৃতির চাঁদা প্রদানের অনুমতি প্রদান, যেইক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধানমালা অনুসারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় এইরূপ বোনাস ও অন্যান্য চাঁদা পরিগণনা ও পরিশোধ করা হয়;

(ঘ) উপরি-উল্লিখিত চাঁদাসমূহ এবং ট্রাস্টি কর্তৃক গৃহীত দান, যদি থাকে, তাহার পুঞ্জিভূত অর্থের সুদ, জমাকৃত অর্থ এবং এইরূপ অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত সিকিউরিটি এবং তহবিলের মূলধনি সম্পদের বিক্রয়, বিনিময় বা হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনি অর্জন দ্বারা তহবিলটি গঠিত হইবে, এবং এই অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হইবে না;

(ঙ) তহবিলটি কোনো ট্রাস্টের অধীন দুই বা ততোধিক ট্রাস্টি বা অফিসিয়াল ট্রাস্টির উপর ন্যস্ত হইবে, যাহা উক্ত ট্রাস্টের সকল সুবিধাভোগীর সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তনযোগ্য হইবে না;

(চ) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্যগত কারণ বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণ ব্যতীত অসদাচরণের জন্য বরখাস্ত হন, অথবা তহবিলের প্রবিধানমালায় চাকরির নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম হইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করেন, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা তহবিল বাবদ কোনো অর্থ কর্মচারীর নিকট হইতে কোনোভাবে আদায় করিবার অধিকারী হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধানমালা অনুসারে কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত চাঁদা ও পরিশোধিত চাঁদাসহ পুঞ্জিভূত অর্থের উপর উপচিত সুদ বাবদ কোনো

অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক তহবিল হইতে আদায় করা পর্যন্ত তাহার ক্ষমতা সীমিত থাকিবে;

(ছ) কোনো কর্মচারীকে তহবিলে তাহার পুঞ্জিভূত স্থিতি সেইদিন পরিশোধ করিতে হইবে, যেইদিন হইতে তিনি নিয়োগকর্তার অধীন তহবিল পরিচালনা হইতে বিরত হইবে;

(জ) দফা (ছ) এর বিধান অথবা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি ও বিধি-নিষেধ অনুসরণ ব্যতীত, কোনো কর্মচারীকে তাহার অনুকূলে জমাকৃত স্থিতির কোনো অংশ পরিশোধ করিবে না;

(ঝ) তহবিল বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটের মাধ্যমে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করিবে।

৩। **অনুমোদনের পদ্ধতি।**- (১) ভবিষ্য তহবিল অনুমোদনের লক্ষ্যে নিয়োগকর্তা কর্তৃক যে কমিশনারের অধীন করদাতা হিসাবে তাহার কর নির্ধারণ করা হয়, সেই কমিশনার বরাবর নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(২) কমিশনার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তাহার নিকট থাকা দলিলাদি বিবেচনা করিবেন এবং বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে ট্রাস্টির নিকট অন্যান্য দলিলপত্র চাহিতে পারিবেন।

(৩) আবেদনপত্র বিবেচনাকালে কমিশনার, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে তাহার নিকট হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) কমিশনার আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনপত্রের বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপে সিদ্ধান্ত প্রদান না করিলে, এইরূপ তহবিলের অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) অনুমোদন মঞ্জুর হইলে, আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) অনুমোদনের শর্তাবলি ও যোগ্যতা;

(খ) অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ;

(গ) অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ [৬][যাহা ১০ (দশ) বৎসরের নিম্নে হইবে না]।

(৬) যে অর্থবৎসরে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইবে, অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ সেই অর্থবৎসরের শেষ তারিখের পরের কোনো তারিখে হইবে না।

(৭) কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইলে, উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে নিয়োগকর্তা কর্তৃক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে।

৪। **অনুমোদন প্রত্যাহার।**- (১) যদি কমিশনার এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সংশ্লিষ্ট ভবিষ্য তহবিল কর্তৃক এই অংশের অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ এ বর্ণিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হইয়াছে অথবা পরিপালন করা হয় নাই, তাহা হইলে কমিশনার উক্ত অনুমোদন যেকোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া অনুমোদন প্রত্যাহার করিবেন না।

(৩) যেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া তহবিলের কোনো ট্রাস্টিকে লিখিতভাবে উহা অবহিত করিতে হইবে-

(ক) এইরূপ প্রত্যাহারের কারণ; এবং

(খ) প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাহার সমাপ্তি ঘটিবে, এবং ট্রাস্টি কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন নূতনভাবে আবেদন করিতে হইবে যদি পুনরায় অনুমোদন চাওয়া হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তহবিলের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরও তহবিলের স্বীকৃতি বহাল রহিয়াছে মর্মে বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৫। **তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা।**- (১) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার অর্থ, এই আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, তাহার কর নির্ধারণীর মাধ্যমে গণনাকৃত আয়, লাভ ও মুনাফা হইতে বাদ যাইবে।

---

[৬] "যাহা ১০ (দশ) বৎসরের নিম্নে হইবে না" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী "মেয়াদ" শব্দের পর অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩১(গ)(আ) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(২) যেইক্ষেত্রে সুদ বা অন্য কোনো নামে তহবিল হইতে, চাঁদার অংশ ব্যতীত, কোনো আয় গৃহীত হয়, সেইক্ষেত্রে-

(অ) অনধিক **ক** পরিমাণ অর্থ কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি পাইবে, যদি **ক** < (**খ** x ৩৩%);

(আ) **ক** - (**খ** x ৩৩%) এর সমপরিমাণ অর্থ গ্রহীতার আয়ের সহিত যুক্ত হইবে, যদি **ক** > (**খ** x ৩৩%),
যখন-

ক = আয়বর্ষে তহবিল হইতে উদ্ভুত অর্থের পরিমাণ,

খ = আয়বর্ষে বেতন হইতে আয় (উক্ত আয় বাদে)।

৬। **পুঞ্জিভূত স্থিতির উপর কর।-** (১) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী তাহার নিয়োগকর্তার অধীন একাধিক্রমে অন্তত ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকরি অব্যাহত রাখেন, এবং উক্ত কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জিভূত স্থিতি তাহার প্রতি পরিশোধ্য হয়, সেইক্ষেত্রে, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এইরূপ পুঞ্জিভূত স্থিতি কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং এইরূপ স্থিতি তাহার মোট আয়ের হিসাববহির্ভূত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কমিশনারের বিবেচনা করেন যে, কর্মচারীর ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে কিংবা নিয়োগকর্তার ব্যবসার সংকোচন বা বন্ধের ফলে কিংবা কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণের ফলে, উক্ত কর্মচারীর চাকরির অবসান হওয়ায়, তিনি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার অধীন ৫ (পাঁচ) বৎসরের কম সময় চাকরি করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশনার উক্ত স্থিতির উপর কর অব্যাহতি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জিভূত স্থিতি পরিশোধ হইলেও উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর শর্ত পূরণ না হইবার কারণে কোনো কর অব্যাহতি প্রদান করা না হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার প্রতিটি সংশ্লিষ্ট করবর্ষের জন্য কর্মচারীর যেই পরিমাণ মোট আয় প্রদেয় হয় তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং এইরূপে নির্ধারিত কর এবং কর্মচারী কর্তৃক উক্ত বৎসরগুলোতে পরিশোধিত করের পার্থক্য, যে আয়বর্ষে পুঞ্জিভূত স্থিতি কর্মচারীকে প্রদেয় হইবে সেই আয়বর্ষে, কর্মচারী কর্তৃক পরিশোধিত হইবে।

(৩) পুঞ্জিভূত স্থিতি হইতে কোনো পরিশোধ কর কর্তন সাপেক্ষ হইবে যদি না উক্ত পরিশোধ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

(৪) উৎসে কর্তনকৃত অর্থ হিসাব করিবার ক্ষেত্রে-

(ক) পুঞ্জিভূত স্থিতি হইতে পরিশোধ বেতন হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(খ) গড় হার অনুসরণ করিতে হইবে;

(গ) কর্তন ও পরিশোধ সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৭। **স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলসমূহের হিসাব।**- (১) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের হিসাব তাহার ট্রাস্টিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও মেয়াদে এবং বিবরণাদি সহযোগে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেকোনো উপযুক্ত সময়ে পরিদর্শনের জন্য হিসাব উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টিগণ কর্তৃক বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে হিসাবের সারসংক্ষেপ উপকর কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৮। **বিদ্যমান স্থিতিসহ ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতি।**- (১) যেইক্ষেত্রে কোনো ভবিষ্য তহবিলকে বিদ্যমান স্থিতিসহ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টিগণ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে তহবিলের একটি হিসাববিবরণী প্রণয়ন করিবে বা করিবার ব্যবস্থা করিবে-

(ক) স্বীকৃতি-পূর্ব মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত হিসাববিবরণী প্রণয়ন করিতে হইবে;

(খ) হিসাববিবরণীতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হইবে-

(অ) উক্ত শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মচারীর জমাকৃত অংশের স্থিতির পরিমাণ, স্থিতিতে চাঁদার অংশ এবং চাঁদা বিহীন অংশের বিভাজন;

(আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত জমার স্থিতির পরিমাণ, অতঃপর স্থানান্তরিত স্থিতি হিসাবে উল্লিখিত;

(ই) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অ্যাকাউন্টে বর্তমান পর্যন্ত অস্থানান্তরিত স্থিতির পরিমাণ;

(ঈ) স্থানান্তরিত স্থিতি এবং অস্থানান্তরিত স্থিতিতে উক্ত শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদার অংশ এবং চাঁদা বিহীন অংশের বিভাজন;

(উ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ।

(২) যে তারিখ হইতে স্বীকৃতি কার্যকর হইবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে স্থানান্তরিত স্থিতি জমার স্থিতি হিসাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) বিদ্যমান তহবিলে কোনো কর্মচারীর অনুকূলে জমার স্থিতির যে অংশ স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তর করা হয় নাই, উহা স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের হিসাববিবরণী হইতে বাদ রাখিতে হইবে, এবং এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে তাহার উপর করদায় কার্যকর হইবে, এবং এই অংশের বিধানাবলি উক্ত স্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে স্থানান্তরিত স্থিতিতে চাঁদার অংশ এবং চাঁদা বিহীন অংশ উভয়ই থাকে, সেইক্ষেত্রে চাঁদা বিহীন অংশের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) তহবিলটি স্বীকৃতি লাভের আয়বর্ষে কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) একজন কর্মচারী উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন নিরূপিত করের অর্থ পরিশোধে সক্ষম হইবার লক্ষ্যে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলটিতে তাহার অনুকূলে স্থিতি হইতে অর্থ উত্তোলনের অধিকারী হইবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে স্বীকৃতি প্রাপ্ত নহে এইরূপ ভবিষ্য তহবিল পরিচালনাকারী বা তহবিলের সহিত লেনদেনকারী কোনো ব্যক্তির অথবা স্থিতি জমাদানকারী কোনো কর্মচারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

৯। **নিয়োগকর্তা কর্তৃক ট্রাস্টির নিকট হস্তান্তরিত তহবিল সম্পর্কিত ব্যবস্থা।**- (১) যেইক্ষেত্রে একজন নিয়োগকর্তা কর্মচারীদের কল্যাণে কোনো ভবিষ্য তহবিল, স্বীকৃত বা অস্বীকৃত যাহাই হউক না কেন, পরিচালনা করেন এবং উক্ত তহবিল বা তাহার অংশবিশেষ হস্তান্তরিত না হয়, সেইক্ষেত্রে কর্মচারীদের অংশগ্রহণকৃত উক্তরূপ তহবিল বা তাহার অংশবিশেষ ট্রাস্টের ট্রাস্টিগণের নিকট হস্তান্তরিত হইলে, উক্ত হস্তান্তরিত অর্থ মূলধনি প্রকৃতির ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে তহবিলে অংশগ্রহণকারী একজন কর্মচারীকে পুঞ্জিভূত স্থিতির অর্থ পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদেয় উক্ত স্থিতির প্রতিনিধিত্বকারী কোনো অর্থের অংশবিশেষ ট্রাস্টির নিকট হস্তান্তরিত হইলে (সুদ যোগ না করিয়া এবং কর্মচারীর চাঁদা বাবদ জমা ও উক্ত জমার সুদ ব্যতীত) নিয়োগকর্তা যদি উক্ত কর্মচারীকে তাহার প্রাপ্য অংশের অর্থ পরিশোধের আগে সংশ্লিষ্ট অংশের উপর প্রদেয় কর উৎসে কর্তনের নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যেই আয়বর্ষে কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জিভূত স্থিতি পরিশোধ করা হইয়াছিল, সেই বর্ষের জন্যে উহা ধারা ৪৯ দফা (ফ) অনুযায়ী ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হইবে।

১০। **তহবিলের প্রবিধানের উপর এই অংশের বিধানাবলির প্রাধান্য।**- যেইক্ষেত্রে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের কোনো প্রবিধানের সহিত এই অংশের কোনো বিধানাবলি বা এর অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, সেইক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধানের

অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু অকার্যকর গণ্য হইবে; এবং কমিশনার যেকোনো সময় তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু দূরীভূত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১১। **আপিল।**- (১) কোনো ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান কিংবা স্বীকৃতি প্রত্যাহারের বিষয়ে কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে নিয়োগকর্তা এইরূপ আদেশ জারির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল আবেদনটি নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদনপূর্বক দাখিল করিতে হইবে।

১২। **ব্যাখ্যা।**- এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) "**পরিশোধ্য পুঞ্জিভূত স্থিতি**" অর্থ কোনো কর্মচারীর নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তহবিলে কর্মচারীর এই তহবিলের প্রবিধানের অধীন তাহার দ্বারা দাবিকৃত জমাকৃত স্থিতি বা তাহার অংশবিশেষ, যেদিন হইতে তিনি নিয়োগকর্তার অধীন কর্মচারী নহে;

(খ) "**বার্ষিক প্রবৃদ্ধি**" অর্থ একজন কর্মচারীর জমাকৃত স্থিতির অর্থের এক বৎসরের প্রদত্ত চাঁদা এবং সুদ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত পরিমাণ;

(গ) "**জমার স্থিতি**" অর্থ কোনো কর্মচারীর যেকোনো সময় ভবিষ্য তহবিলে তাহার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমাকৃত সর্বমোট অর্থ;

(ঘ) "**চাঁদা**" অর্থ কোনো কর্মচারী কর্তৃক বা তাহার অনুকূলে তাহার বেতন হইতে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব অর্থ হইতে কর্মচারীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থ, তবে সুদ হিসাবে এইরূপ জমাকৃত কোনো অর্থ চাঁদার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঙ) "**চাঁদার অংশ**" অর্থ ভবিষ্য তহবিলে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদার সমষ্টি;

(চ) "**চাঁদা বিহীন অংশ**" অর্থ ভবিষ্য তহবিলে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ব্যতীত পুঞ্জিভূত হওয়া অর্থ;

(ছ) "**কর্মচারী**' অর্থ ভবিষ্য তহবিলে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোনো কর্মচারী, তবে ব্যক্তিগত কর্মচারী বা গৃহভৃত্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(জ) "**নিয়োগকর্তা**" অর্থ-

(অ) কোনো কোম্পানি, ফার্ম, অন্যান্য ব্যক্তি সংঘ, কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার বা কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যদি এইরূপ ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত হয় যাহার মুনাফা বা অর্জন 'ব্যবসা হইতে আয়' খাতের অধীন কর নির্ধারিত হয়, তাহার এবং তাহার কর্মচারীদের কল্যানে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা করে; অথবা

(আ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো কূটনৈতিক, কনসুলার অথবা বাণিজ্য মিশন অথবা আন্তঃদেশীয় সংস্থার কোনো কার্যালয়, যাহা বাংলাদেশে অবস্থিত এবং ইহার কর্মচারীগণের কল্যাণে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা করে;

(ঝ) "**স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল**" অর্থ এই অংশের বিধানাবলির অধীন কমিশনার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াধীন আছে এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিল;

(ঞ) "**তহবিলের প্রবিধান**' অর্থ নির্দিষ্ট কোনো ভবিষ্য তহবিল গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে প্রণীত বিশেষ প্রবিধিমালার সমষ্টি; এবং

(ট) "**বেতন**" অর্থে মহার্ঘ ভাতা অন্তর্ভুক্ত হইবে, যদি চাকরির শর্তে উহা বিধৃত হয়, তবে অন্য কোনো ভাতা বা পারকুইজিট ইহার আওতা বহির্ভূত থাকিবে।

তৃতীয় তফসিল
অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন
[ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য]
অংশ ১
অবচয় ভাতা পরিগণনা

১। **কৃষিতে ব্যবহৃত পরিসম্পদের অবচয় ভাতা।**- (১) কোনো করদাতা কর্তৃক কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তাহার মালিকানাধীন কোনো মূলধনি পরিসম্পদ, পূর্ত বা ভৌত অবকাঠামো বাবদ অবচয় ভাতা, অবলোপিত মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে প্রদত্ত হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	মূলধনি পরিসম্পদ	অবচয়ের হার (শতাংশ)
(১)	(২)	(৩)
১।	ইট, কনক্রিট, ইস্পাত বা সমজাতীয় উপকরণ দ্বারা নির্মিত ইমারত বা কাঠামো	৫
২।	টিন, বাঁশ, খড় বা সমজাতীয় দ্রব্য দ্বারা নির্মিত ঘরবাড়ি	১০
৩।	স্থায়ী বেড়া	১০
৪।	নলকূপ	১০
৫।	ট্যাঙ্ক	১০
৬।	সেচের কূয়া, চ্যানেল, পাইপ	১০
৭।	কাঠ বা বাঁশের তৈরি কৃষি সরঞ্জাম	২০
৮।	ওজন মাপার যন্ত্র	১০
৯।	ট্রাক্টর,তেলের ইঞ্জিন এবং হালকা যন্ত্র	১০
১০।	ট্রাক, ডেলিভারি ভ্যান এবং অন্যান্য মোটরযান	১০
১১।	পাইবার পাম্পিং যন্ত্রপাতি	২০
১২।	অযান্ত্রিক ভ্যান	১৫
১৩।	বাষ্প ইঞ্জিন	১০
১৪।	কারখানার যন্ত্রপাতি	১৫
১৫।	এই সারণীতে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ সাধারণ যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, প্লান্ট ও অন্যান্য পরিসম্পদ	১০

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এইরূপ কোনো মূলধনি পরিসম্পদ, পূর্ত বা ভৌত অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে করদাতার কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদিত অবচয় ভাতা উক্ত পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে যে পরিমাণ অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইত তাহার যুক্তিসঙ্গত আনুপাতিক হারে প্রদেয় হইবে।

২। **ব্যবসায় ব্যবহৃত পরিসম্পদের উপর অবচয় ভাতা।-** (১) কোনো করদাতা কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং তাহার মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদের উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য অবচয় ভাতা এই অংশে বর্ণিত ভিত্তি, হার এবং সীমাবদ্ধতা, যোগ্যতা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, প্রদত্ত হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত অবচয় ভাতা হইবে করদাতা কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং তাহার মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদের উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য সাধারণ অবচয় ভাতা এবং প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা, এবং উহা উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের উপর এই অংশে বর্ণিত ভিত্তি, হার, সীমাবদ্ধতা, যোগ্যতা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে প্রদত্ত হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এইরূপ পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদিত অবচয় ভাতা উক্ত পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে যেই পরিমাণ অবচয় ভাতা অনুমোদিত হত তাহার যুক্তিসঙ্গত আনুপাতিক হারে প্রদেয় হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো পরিসম্পদের উপর অবচয় ভাতা প্রদেয় হইবে না, যদি না করদাতার রিটার্নে উক্ত পরিসম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার দাবি প্রতিফলিত হয়।

(৫) যেইক্ষেত্রে পরিসম্পদটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্য পরিগণনা করিবার ক্ষেত্রে, পরিসম্পদটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল মর্মে গণ্য হইবে।

(৬) কোনো পরিসম্পদের বিপরীতে অনুমোদিত মোট বিয়োজন উক্ত পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের অধিক হইবে না।

(৭) কোনো নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানির মালিকানাধীন এবং অপর কোনো ব্যক্তির নিকট লিজ প্রদত্ত পরিসম্পদের অবচয় কেবল উক্ত পরিসম্পদ হইতে উদ্ভূত লিজ ভাড়া বাবদ আয়ের বিপরীতে বিয়োজনযোগ্য হইবে।

(৮) এই অনুচ্ছেদের অধীন ফাইনান্স লিজ প্রদানকারী (lessor) কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এইরূপ কোনো যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, যানবাহন বা আসবাবপত্রের উপর কোনো ভাতা প্রদেয় হইবে না যাহা কোনো লিজগ্রহীতাকে ফাইনান্সিয়াল লিজ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

(৯) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না যদি-

(অ) রিটার্ন দাখিল করিবার সময় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিবরণাদি অথবা উপকর কমিশনার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য তথ্যাদি ও দলিলাদি দাখিল করা না হয়; এবং

(খ) অনুরূপ পরিসম্পদ বিবেচ্য আয়বর্ষে ব্যবহৃত না হয়।

(১০) এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, 'নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানি' অর্থ কোনো লিজিং কোম্পানি, ব্যাংকিং কোম্পানি বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাহা লিজিং ব্যবসার সহিত সম্পৃক্ত।

৩। **কোনো পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ।-** (১) কোনো করদাতার কোনো মোটরযানের ক্রয়মূল্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা বলিয়া বিবেচনা করা হইবে যদি উক্ত অবচয় ভাতা প্রদেয়

মোটরযান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক বা করদাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী পরিবহণে নিয়োজিত বাস বা মিনিবাস ব্যতীত কোনো যাত্রীবাহী মোটরযান হয়।

(২) কোনো পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য পরিগণনার ক্ষেত্রে, করদাতা কর্তৃক সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ বা কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত কোনো মঞ্জুরি, ভর্তুকি, রেয়াত বা কমিশন এবং সহায়তা (সুদসহ বা সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত) এর মূল্য বাদ যাইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে করদাতা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত পরিসম্পদ ব্যতীত কোনো ব্যবহৃত পরিসম্পদ অর্জন করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য তাহার ন্যায্য বাজার মূল্যের অধিক হইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জনের সহিত বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ বা বৈদেশিক মুদ্রার সম্পৃক্ততা থাকে, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমন্বয় করিবার পর কোনো পরিসম্পদের অর্জনমূল্য পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

(ক) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ক্ষতি অথবা বিনিময় হার হেজিং বাবদ ব্যয় যোগ করিয়া;

(খ) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত লাভ বিয়োগ করিয়া।

৪। **সাধারণ অবচয় ভাতার হার।**-কোনো পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে সাধারণ অবচয় ভাতা পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	**পরিসম্পদের শ্রেণি**	**হার (অবলোপিত মূল্যের %)**
(১)	(২)	(৩)
১।	ইমারত (এই সারণীতে অন্য কোনোভাবে নির্দিষ্ট না থাকিলে)	৫
২।	কারখানা ভবন	১০
৩।	আসবাবপত্র ও ফিটিংস	১০
৪।	অফিসের সরঞ্জাম	১০
৫।	যন্ত্রপাতি, স্থাপনা ও সরঞ্জাম (এই সারণীতে অন্য কোনোভাবে নির্দিষ্ট না থাকিলে)	১০
৬।	সমুদ্রগামী জাহাজ	
	(ক) নূতন	৫
	(খ) পুরাতন ক্রয়ের সময় যাহার বয়স-	

ক্রমিক নং	পরিসম্পদের শ্রেণি	হার (অবলোপিত মূল্যের %)
	(অ) অনধিক ১০ বৎসর	১০
	(আ) [৭][১০ বৎসর এর অধিক]	২০
৭।	এক্স-রে, ইলেক্ট্রথেরাপিউটিক ও উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ অন্যান্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি	২০
৮।	ব্যাটারি চালিত এ্যাপারেটাস ও রিচার্জেবল ব্যাটারি	৩০
৯।	অডিও-ভিজুয়াল পণ্য উৎপাদন ও প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	২০
১০।	ভাড়ায় চালিত ব্যতীত সকল প্রকার মোটরযান	১০
১১।	ভাড়ায় চালিত সকল প্রকার মোটরযান	২০
১২।	প্রিন্টার, মনিটর ও আনুষঙ্গিক আইটেমসহ কম্পিউটার হার্ডওয়ার	২৫
১৩।	প্রফেশনাল ও রেফারেন্স বই	২৫
১৪।	এয়ারক্রাফ্ট, এ্যারোইঞ্জিন ও এরিয়াল ফটোগ্রাফিক যন্ত্রপাতি	৩০
১৫।	কাঁচ বা প্লাসটিক পণ্য বা কনক্রিট পাইপ তৈরিতে ব্যবহৃত ছাঁচ	৩০
১৬।	খনিজতেল সম্পর্কিত	
	(ক) মাটির নীচে স্থাপিত সরঞ্জামাদি	১০০
	(খ) বহনযোগ্য বয়লার, খনন যন্ত্র, ওয়েলহেড ট্যাংক ও রিগসহ মাটির উপরে স্থাপিত অন্যান্য সরঞ্জামাদি	২৫
১৭।	সেতু	২
১৮।	রাস্তা	২
১৯।	ফ্লাইওভার	২
২০।	পেভমেন্ট রানওয়ে, ট্যাক্সিওয়ে	২.৫
২১।	এ্যাপ্রোন, টারম্যাক	২.৫
২২।	বোর্ডিং ব্রিজ	১০
২৩।	যোগাযোগ ও অনুসন্ধান সহায়ক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম	৫
২৪।	এই সারণীতে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ সকল ভৌত পরিসম্পদ	১০%

৫। **প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা**।- (১) যেইক্ষেত্রে কোনো ভবন নবনির্মিত হইয়াছে অথবা যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা ইহার অন্তর্ভুক্ত কোনো পরিসম্পদ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ উল্লিখিত হারে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

[৭] "১০ বৎসর এর অধিক" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি "১০ বৎসর বা ততোধিক" শব্দগুলির ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩২(ক)(অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(২) নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদের ক্ষেত্রে কোনো প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না, যথা:-

(ক) ভাড়ায় খাটানো হয় নাই এইরূপ মোটরযান, এবং

(খ) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ যেকোনো যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা।

(৩) কোনো করদাতা কর্তৃক যে আয়বর্ষে তাহার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে কোনো পরিসম্পদ প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা যে আয়বর্ষে প্রথম বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে, এই ২ (দুই) এর মধ্যে যাহা পরে ঘটে, সেই আয়বর্ষের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	**পরিসম্পদ**	**প্রারম্ভিক অবচয়ের হার**
(১)	(২)	(৩)
১।	যেকোনো ধরনের ইমারত	১০%
২।	ভাড়ায় চালিত [৮][নয় এইরূপ] জাহাজ বা মোটরযান ব্যতীত ‘‘যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা’’ এর আওতাভুক্ত যেকোনো পরিসম্পদ	২৫%

৬। **যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার উপর ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা।-** (১) যেইক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার আওতাভুক্ত যেকোনো পরিসম্পদ বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো শিল্প স্থাপনায় ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত হারে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(২) শিল্প স্থাপনাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বৎসর হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে ত্বরান্বিত অবচয় পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

---

[৮] “নয় এইরূপ” শব্দগুলি “ভাড়ায় চালিত” শব্দগুলির পর অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩২(ক)(আ) ধারাবলে সন্নিবেশিত প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

সারণী

ক্রমিক নং	বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর আয়বর্ষ	ত্বরান্বিত অবচয়ের হার
(১)	(২)	(৩)
১।	প্রথম আয়বর্ষ	৫০%
২।	দ্বিতীয় আয়বর্ষ	৩০%
৩।	তৃতীয় আয়বর্ষ	২০%

(৪) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি, সীমা ও যোগ্যতা সাপেক্ষে, ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত শিল্প স্থাপনার মালিকানাধীন এবং পূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় নাই;

(খ) শিল্প স্থাপনাটির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা-

(অ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বডি কর্পোরেট কর্তৃক পরিচালিত যাহার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত; বা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখে যাহার অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন কমপক্ষে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা;

(গ) শিল্প স্থাপনাটি-

(অ) টিআইএন ধারী;

(আ) এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে হিসাব সংরক্ষণ করে;

(ই) স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করে;

(ঈ) এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে রিটার্ন দাখিল করে;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে, যথা:-

(অ) বোর্ডের নিকট, বিধিবদ্ধ ফরম ও পদ্ধতিতে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাসের শেষ দিন হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতার জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(আ) আবেদনপত্রের সহিত এই মর্মে একটি ঘোষণা সংযুক্ত করিতে হইবে যে, শিল্প স্থাপনাটি এই আইনের কোনো ধারার অধীন কর অব্যাহতি পায় নাই, এবং কর অব্যাহতির জন্য বোর্ডের নিকট কোনো আবেদন করে নাই এবং করিবে না।

(৫) কোনো আয়বর্ষে কোনো পরিসম্পদের ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইলে উক্ত পরিসম্পদের অনুকূলে এই আইনের অধীন কোনো সাধারণ বা প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না।

৭। **পরিসম্পদের বিক্রয় বা হস্তান্তর এবং উহার লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা।**- যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো পরিসম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে এই অংশের অধীন উক্ত আয়বর্ষে কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না।

৮। **ব্যাখ্যা।**– এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(১) "**পরিসম্পদ**" অর্থ কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন স্পর্শযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি, স্থাবর সম্পত্তি (পতিত ভূমি ব্যতীত), বা স্থাবর সম্পত্তিতে কাঠামোগত উন্নয়ন-

(ক) যাহার স্বাভাবিক ব্যবহার উপযোগী আয়ু ১ (এক) বৎসরের অধিক;

(খ) স্বাভাবিক ব্যবহারের ফলে যাহার মূল্য হ্রাস পায় বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়; এবং

(গ) যাহার জন্য এই আইনের কোনো বিধানের অধীন অবচয় ভাতা ব্যতীত অন্য কোনো ভাতা অনুমোদিত নহে;

(২) "**আসবাবপত্র**" অর্থে ফিটিংস অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "**স্থাপনা**" অর্থে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাহাজ, যানবাহন, বই, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, এবং সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) "**জাহাজ**" অর্থে কোনো স্টিমার, মোটর চালিত জলযান, সেইল, টাগ বোট, কার্গোর জন্য ইস্পাত বা লোহার পাটাতন, কাঠের কার্গো বোট, মোটর লঞ্চ ও স্পিড বোট অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "**কাঠামোগত উন্নয়ন**" (স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত), অর্থে কোনো ইমারত, রাস্তা, ড্রাইভওয়ে, কার পার্ক, রেলওয়ে লাইন, পাইপ লাইন, সেতু, টানেল, এয়ারপোর্ট রানওয়ে, ক্যানেল, ডক, ওয়ার্ফ, ধারক প্রাচীর, বেড়া, বিদ্যুৎ লাইন, পানি বা পানি নিষ্কাশন পাইপ, নালা, ল্যান্ডস্কাপিং বা ড্যাম অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) "**অবলোপিত মূল্য**" অর্থ-

(ক) যেইক্ষেত্রে পরিসম্পদটি কোনো আয়বর্ষে অর্জিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদ বাবদ অনুমোদিত কোনো প্রারম্ভিক ভাতা বাদ দিয়া সম্পদটির ক্রয়মূল্য;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সম্পদটির ক্রয়মূল্য হইতে পূর্ববর্তী আয়বর্ষ বা বর্ষসমূহের কর নির্ধারণীতে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে অনুমোদিত অবচয় ভাতাসমূহের সমষ্টির বিয়োগফল।

অংশ ২
অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা

১। **পরিগণনা।-** এই অংশের অধীন অ্যামর্টাইজেশন ভাতা সরল রৈখিক পদ্ধতিতে পরিগণনা করিতে হইবে।

২। **লাইসেন্স ফি-এর অ্যামর্টাইজেশন।-** [১][***] কেবল সরকার অনুমোদিত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই বা ততোধিক বৎসর ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোনো নিবাসী কোম্পানি করদাতা, লাইসেন্স ফি হিসাবে কোনো অর্থ পরিশোধ করিলে, উহা করদাতার উক্ত ব্যবসার আয় হইতে লাইসেন্সের মেয়াদের শেষ বৎসর পর্যন্ত আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদিত হইবে।

[১] "(১)" সংখ্যা ও বন্ধনী অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩২(খ)(অ) ধারাবলে বিলুপ্ত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[১০][৩] **প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশন।-** প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশনের হার ২০% (বিশ শতাংশ) হইবে।

[১১][৪] **গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশন।-** গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশনের হার ১০% (দশ শতাংশ) হইবে।

[১২][৫] **কম্পিউটার সফটওয়ার ও অ্যাপ্লিকেশনের অ্যামর্টাইজেশন।-** ব্যবহার উপযোগী কম্পিউটার সফটওয়ার ও অ্যাপ্লিকেশনের অ্যামর্টাইজেশনের হার নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদিত হইবে, যথা:

(ক) বাংলাদেশে তৈয়ারকৃত কোনো সফটওয়ার ও অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ২০% (বিশ শতাংশ);

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে কোনো সফটওয়ার ও অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ১০% (দশ শতাংশ)।

[১৩][৬] **অননুমোদিত ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশন।-** এই আইনের অধীন কর নির্ধারণকালে করদাতা কর্তৃক দাবিকৃত কোনো ব্যয় মূলধনি প্রকৃতির বলিয়া অননুমোদিত হইলে করদাতার উক্ত ব্যয় পরবর্তী করবর্ষগুলোতে ১০% (দশ শতাংশ) হারে অ্যামর্টাইজেশন ভাতা হিসাবে অনুমোদিত হইবে।

[১৪][৭] **ব্যাখ্যা।-** (১) এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) "**প্রাক-প্রারম্ভিক**" ব্যয় অর্থ বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর বৎসরের পূর্ববর্তী বৎসরসমূহে সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের জন্য নির্বাহকৃত কিন্তু তৃতীয় তফসিলের অন্যান্য বিধানাবলির আওতায় অনুমোদিত নহে এইরূপ সকল ব্যয়কে বুঝাইবে এবং ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই, মডেল বা প্রটোটাইপ নির্মাণ ও পরীক্ষামূলক উৎপাদনের ব্যয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে কোনোভাবেই প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে না এবং পূর্বে কোনোভাবে অনুমোদিত হইলে পুনঃঅনুমোদিত হইবে না;

---

[১০] 'অনুচ্ছেদ ৩' হিসাবে 'অনুচ্ছেদ ২' অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩২(খ)(আ) ধারাবলে পুনঃসংখ্যায়িত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[১১] 'অনুচ্ছেদ ৪' হিসাবে 'অনুচ্ছেদ ৩' অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩২(খ)(আ) ধারাবলে পুনঃসংখ্যায়িত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[১২] 'অনুচ্ছেদ ৫' হিসাবে 'অনুচ্ছেদ ৪' অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩২(খ)(আ) ধারাবলে পুনঃসংখ্যায়িত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[১৩] 'অনুচ্ছেদ ৬' হিসাবে 'অনুচ্ছেদ ৫' অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩২(খ)(আ) ধারাবলে পুনঃসংখ্যায়িত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[১৪] 'অনুচ্ছেদ ৭' হিসাবে 'অনুচ্ছেদ ৬' অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩২(খ)(আ) ধারাবলে পুনঃসংখ্যায়িত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(খ) "**গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়**" অর্থ ধারা ২ এর দফা ৩৩ এ সংজ্ঞায়িত গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়; এবং

(গ) "**লাইসেন্স ফি**" অর্থ কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত স্পেক্ট্রাম এসাইনমেন্ট ফি অথবা বিশেষায়িত সেবা সরবরাহে নিয়োজিত কোনো কোম্পানির কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিশোধিত অন্য যেকোনো লাইসেন্স ফি।

চতুর্থ তফসিল
বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা
[ধারা ৪৭ দ্রষ্টব্য]

১। **জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা পৃথকভাবে গণনা করিতে হইবে।-** কোনো আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে কোনো ব্যক্তি জীবন বিমার ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকিলে, উহা হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ তাহার অন্যান্য ব্যবসার আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে পৃথকভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।

[১৫] [২। **জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনা।**—পেনশন এবং অ্যানুইটি ব্যবসা ব্যতীত, জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ নিম্নবর্ণিতভাবে পরিগণিত হইবে, যথা:—

ক ও খ- এই দুইয়ের মধ্যে যেটি অধিক, যেখানে,

ক = ট - ঠ, যেখানে,

ট = সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের সর্বমোট বহিঃস্থ প্রাপ্তি;

ঠ = সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের সকল অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় যাহা ত + থ + দ +ধ নিয়মে পরিগণিত অংককে অতিক্রম করিতে পারিবে না, যেখানে,

ত = একক প্রিমিয়ামের জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ);

---

[১৫] অনুচ্ছেদ ২ অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৩(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

থ = প্রথম বৎসরে বার্ষিক প্রিমিয়ামের সংখ্যা ১২ (বারো) টির কম এইরূপ অন্যান্য জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে অথবা ১২ (বারো) বৎসরের কম সময়ব্যাপী বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধযোগ্য এইরূপ জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে এইরূপ প্রতিটি প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম বা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি আয়বর্ষের প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ);

দ = অন্যান্য সকল জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের ৯০% (নব্বই শতাংশ);

ধ = সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত সকল নবায়নকৃত প্রিমিয়ামের ১২% (বারো শতাংশ);

খ = (প - ফ + ব + ভ) ÷ ম, যেখানে,

প = নিম্নবর্ণিত তিনটি বিকল্পের যেটি প্রযোজ্য হয়, যথা:—

(অ) যেই করবর্ষের কর নির্ধারণ হইবে সেই করবর্ষের জন্য অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি; বা

(আ) যেইক্ষেত্রে (অ) অনুযায়ী উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ধারণ সম্ভব নহে, সেইক্ষেত্রে বিবেচ্য করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি; বা

(ই) যেইক্ষেত্রে (অ) বা (আ) অনুযায়ী উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ধারণ সম্ভব নহে, সেইক্ষেত্রে সর্বশেষ আন্তঃমূল্যায়নকালের (intervaluation period) জন্য অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি;

ফ = যেই করবর্ষের কর নির্ধারণ করা হইবে সেই করবর্ষের জন্য বিবেচ্য অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী সময়ের আনীত (brought forward) উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি;

ব = উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি সংশ্লিষ্ট সময়ে কোনো অন্তবর্তীকালীন বা চূড়ান্ত (interim or terminal) বোনাস, উহা যেই প্রকারের হউক না কেন, পরিশোধ করা হইলে উক্তরূপ অংক;

ভ = উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি সংশ্লিষ্ট সময়ে ধারা ৪৯-৫৫ এর বিধানাবলির অধীন অননুমোদনযোগ্য বিয়োজনের সমষ্টি;

ম = ১ (এক), বা যেইক্ষেত্রে আন্তঃমূল্যায়নকাল একাধিক বৎসরের হয় এবং প পরিগণনায় গৃহীত হয় সেইক্ষেত্রে আন্তঃমূল্যায়নকালের বৎসরসমূহের সমষ্টি।]

৩। **পেনশন ও অ্যানুইটি ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ পরিগণনা।**- পেনশন ও অ্যানুইটি ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ হিসাবে বিবেচিত হইবে অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (খ) এ নির্ণীত বার্ষিক গড় উদ্বৃত্ত।

৪। **বিয়োজন।**- উদ্বৃত্ত গণনার ক্ষেত্রে-

(ক) জীবন বিমা ব্যবসায় অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (খ) এর অধীন পলিসি হোল্ডারগণের পক্ষে পরিশোধিত বা তাহাদের সংরক্ষিত বা ব্যয়কৃত অর্থের তিন-চতুর্থাংশ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন উদ্বৃত্ত গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলের সদস্যগণের পক্ষে পরিশোধিত বা সংরক্ষিত বা ব্যয়কৃত অর্থ ৩/৪ (তিন-চতুর্থাংশ) বাদ দেওয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে-

(১) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো উদ্বৃত্তের জন্য প্রথম গণনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কোনো আন্তঃমূল্যায়ন সময়ের জন্য কোনো উদ্বৃত্ত বা পরিশোধকৃত কোনো অর্থের জের টানা যাইবে না;

(২) পলিসি হোল্ডার বা অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলের সদস্যগণের জন্য সংরক্ষিত কোনো অর্থের সংরক্ষণ বন্ধ হইলে, এবং পলিসি হোল্ডার বা অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলের সদস্যগণের পক্ষে অর্থ পরিশোধ বা ব্যয় করা না হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থের অর্ধেক বা ৩/৪ তিন-চতুর্থাংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ ইতঃপূর্বে বিয়োজন হিসাবে অনুমোদিত হইলে, উক্ত অর্থের সংরক্ষণ যে সময়ের জন্য বন্ধ ছিল উক্ত সময়ের জন্য উহা উদ্বৃত্তের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) কোনো সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সময় কোনো অবচয় বা ক্ষতি হইলে, উহা পূরণের উদ্দেশ্যে কোনো হিসাব বা অ্যাকচুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন স্থিতিপত্রে সংরক্ষিত বা উহা হইতে বাতিলকৃত কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত গণনার ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যাইবে এবং

সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পদ হস্তান্তরের সময় অর্জিত কোনো বৃদ্ধি বা লাভ অ্যাকচুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়িত স্থিতিপত্রে জমা হইলে উহা উদ্বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তদন্ত করিয়া এবং বিমা নিয়ন্ত্রকের সহিত পরামর্শক্রমে এবং অংশগ্রহণকারী পলিসি হোল্ডারগণের জন্য বোনাস ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য যৌক্তিক বিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয় বিবেচনাপূর্বক উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সুদের হার বা বিমার অন্যান্য দায়দেনা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত বিষয়াদি সিকিউরিটি এবং অন্যান্য সম্পদের মূল্যায়নের সহিত বাস্তবিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং ইহার ফলে কৃত্রিমভাবে সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত হ্রাস পাইতেছে, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, যতটুকু ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হইবে ততটুকু উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি ও অন্যান্য সম্পদের মূল্যমান বৃদ্ধি বা অবচয়ের অনুমোদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিতে হইবে;

(গ) উদ্ভূত সুদের উপর কর আরোপযোগ্য হইবে না এইরূপ শর্তে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্ত কোনো সুদ বিবেচিত হইবে না।

৫। **উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করের সমন্বয়।-** কোনো বৎসরে ১২ (বারো) মাসের অধিক মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য আন্তঃমূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকাশিত বার্ষিক গড় উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভের উপর কর নির্ধারণ করা হইলে, উক্ত বৎসরের জন্য পরিশোধযোগ্য কর গণনার ক্ষেত্রে, উক্ত আয়বর্ষে প্রদেয় করের জন্য ধারা ১৫৮ অনুসারে ক্রেডিট প্রদান করা যাইবে না, তবে উক্ত সময়ের জন্য সিকিউরিটি বা অন্যান্য উৎসের সুদ হইতে উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করের বার্ষিক গড়ের ভিত্তিতে ক্রেডিট প্রদান করা যাইবে।

৬। **অন্যান্য বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ গণনা।-** (১) জীবন বিমা ব্যতীত অন্য যেকোনো প্রকার বিমা ব্যবসার মুনাফার স্থিতি, যাহা বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর বিধানাবলি অনুসারে বার্ষিক হিসাববিবরণীতে প্রদর্শন করা হইয়াছে, উক্ত বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-৫৩ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য খরচ ব্যতীত অন্য যেকোনো প্রকার খরচ বাহিরে রাখিবার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থিতির সমন্বয়সাধন করিতে হইবে এবং জীবন বিমা ব্যবসার জন্য অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী বিনিয়োগ হইতে উদ্ভূত লাভ ও ক্ষতি এবং অবচয় বা প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ মুনাফার স্থিতিতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

[১৬][(২) কোনো বৎসরে ব্যতিক্রমী ক্ষতি মিটাইতে [১৭][কোনো কোম্পানি 'র'] পরিমাণ অর্থ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন নিরূপিত মুনাফার স্থিতি হইতে বিয়োজন করিতে পারিবে, যেখানে,-

র = উক্ত বৎসরে কোনো কোম্পানির প্রিমিয়াম উদ্ভূত আয়ের অনধিক ১০% (দশ শতাংশ)।]

(৩) এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটানো ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ হইতে কোনো অর্থ পরিশোধিত, পৃথকীকৃত বা স্থানান্তরিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে বৎসরের জন্য উহা করা হইয়াছে, সেই বৎসরে কোম্পানির অন্যান্য প্রিমিয়াম-উদ্ভূত আয়সহ উক্ত অর্থ কোম্পানির উক্ত বৎসরের প্রিমিয়াম-উদ্ভূত আয় হিসাবে গণ্য হইবে; এবং যেইক্ষেত্রে কোম্পানির অবসায়ন বা ব্যবসার কার্যক্রম বন্ধ হয় (যেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য), যাহা পূর্বে ঘটে, সেইক্ষেত্রে যে বৎসরে কোম্পানির অবসায়ন শুরু বা ব্যবসার কার্যক্রম বন্ধ হইয়াছিল, সেই বৎসরে কোম্পানির অন্যান্য আয় সহ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থের সমষ্টি (ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাইতে উক্ত অর্থ হইতে পরিশোধের ফলে হ্রাসকৃত অর্থ) উক্ত বৎসরের উক্ত কোম্পানির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) "**ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি**" অর্থ কোনো বৎসরের প্রিমিয়াম আয়ের গড়ের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক ক্ষতি বা উক্ত বৎসরের পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় প্রিমিয়াম আয়ের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ), এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক এবং কোনো কোম্পানির মোট বিশ্ব আয় যদি বাংলাদেশ হইতে উদ্ভূত উহার প্রিমিয়াম আয়ের আনুপাতিক হারে হয়, তাহা হইলে উক্ত আয় উক্ত কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অ্যাকচ্যুরিয়াল মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপিত হয়, এইরূপ কোনো বাংলাদেশি অনিবাসী জীবন বিমা কোম্পানির মোট বিশ্ব আয়, বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ এই অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা করিতে হইবে।

৭। **অনিবাসী ব্যক্তির মুনাফা এবং লাভ।-** বাংলাদেশে নিবাসী নহে এইরূপ কোনো বিমা কোম্পানির বাংলাদেশস্থ শাখাগুলোর মুনাফা ও লাভ, নির্ভরযোগ্য পর্যাপ্ত তথ্যের অপ্রতুলতার ক্ষেত্রে,

---

[১৬] উপ-অনুচ্ছেদ (২) অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৩(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[১৭] "কোনো কোম্পানি 'র'" শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি "কোনো কোম্পানির" শব্দগুলির পরিবর্তে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

উক্ত কোম্পানির মোট বৈশ্বিক আয়ের এইরূপ অনুপাতে নির্ণীত হইতে পারে, যে অনুপাত বাংলাদেশ হইতে উদ্ভূত প্রিমিয়াম আয় এবং কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অ্যাকচ্যুরিয়াল মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপিত হয়, এইরূপ কোনো বাংলাদেশে অনিবাসী জীবন বিমা কোম্পানির মোট বিশ্ব আয়, বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার জন্য এই অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা করা হইবে।

৮। **মিউচুয়াল বিমা অ্যাসোসিয়েশন।**- মিউচুয়াল বিমা অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসার মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৯। **ব্যাখ্যা।**- এই তফসিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) "**সর্বমোট বহিঃস্থ প্রাপ্তি**" অর্থ সুদ, লভ্যাংশ, জরিমানা ও ফি এবং যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত এইরূপ সকল অর্থ ও আয় (পলিসি হোল্ডারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম এবং অ্যানুইটি ফান্ডের সুদ ও লভ্যাংশ ব্যতীত), এবং সম্পত্তির পুনঃপ্রাপ্তি এবং বিক্রয় বা এ্যানুইটির অনুমোদন হইতে প্রাপ্ত মুনাফাও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে; কিন্তু সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ মুনাফা অন্তর্ভুক্ত হইবেনা:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার দখলাধীন সম্পত্তির যৌক্তিক আয়সমূহ, যাহা ধারা ৪৭ এর বিধান না থাকিলে ধারা ৩৬ অনুসারে করারোপিত হইতো, পূর্বোক্ত ধারার বিধানাবলির ভিত্তিতে গণনা করা হইবে এবং উক্ত মোট আয় হইতে উক্ত ধারার অধীন অনুমোদনযোগ্য খরচ অনুমোদন করা হইবে;

(খ) "**ব্যবস্থাপনা ব্যয়**" অর্থ জীবন বিমা ব্যবসার ব্যবস্থাপনার জন্য একান্তভাবে ব্যয়কৃত কমিশনসহ সমুদয় অর্থ, এবং কোনো কোম্পানি জীবন বিমা ব্যবসাসহ অন্য শ্রেণির ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকিলে, উক্তরূপ সমগ্র ব্যবসার সাধারণ ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়কৃত অর্থের ন্যায়সঙ্গত আনুপাতিক অংশও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। বোনাস বা পলিসি হোল্ডারগণকে পরিশোধ করা হইয়াছে বা এই উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হইয়াছে এইরূপ অন্য কোনো অর্থ, এবং সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পদের অবচয় ও অর্থ আদায়ে ক্ষতিসমূহ এবং কোনো ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৮ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যয় ব্যবস্থাপনা ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে না;

(গ) **"জীবন বিমা ব্যবসা"** অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫ (২) এ সংজ্ঞায়িত লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা;

(ঘ) **"সিকিউরিটি"** অর্থে স্টক ও শেয়ারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) **"পেনশন ও অ্যানুইটি ব্যবসা"** অর্থ কোনো অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলের ট্রাস্টির সহিত চুক্তি সম্পর্কিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসা, যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তিটি-

(অ) কেবল উক্ত তহবিলের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছে, এবং

(আ) চুক্তির বিপরীতে উদ্ভূত দায় হইতে নিরাপদ রাখিবার লক্ষ্যে যেভাবে চুক্তিটি হইয়াছে, সেইভাবে বিমা ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তি উক্ত সমুদয় দায় মানিয়া ব্যবসাটি পরিচালনা করিতেছেন।

পঞ্চম তফসিল
কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা
[ধারা ৪৭ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১
পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ

১। **পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা পরিগণনা।**-যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন ব্যবসা পরিচালনা করেন বা সরকারের সহিত চুক্তির আওতায় পরিচালনা করেন মর্মে গণ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচালিত অন্যান্য ব্যবসার আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পৃথকভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।

২। **মুনাফা পরিগণনা।**-ধারা ৪৯ এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত খরচ অনুমোদনের পর অনুচ্ছেদ ১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মুনাফা ও লাভ পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

(ক) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান, বা পেট্রোলিয়ামের মজুদ আবিষ্কার বা পরীক্ষা বা উক্ত স্থানে প্রবেশের লক্ষ্যে কোনো ব্যয় বহন করিয়াছেন, তবে বাণিজ্যিক উৎপাদনের পূর্বেই উক্ত অনুসন্ধান বা আবিষ্কার কার্য বা তদন্ত কর্মকান্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সারেন্ডার এলাকা বা শুষ্ক কূপ খননের জন্য ক্ষতি হইয়াছে মর্মে গণ্য করিয়া উক্ত ব্যয় উক্ত সারেন্ডার এলাকা ও শুষ্ক কূপ খনন কার্যের মধ্যে বন্টন করা হইবে; উক্তরূপ ক্ষতির একটি অংশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন নিম্নবর্ণিত যেকোনো একটি উপায়ে অনুমোদন প্রদান করা হইবে, যথা:-

(অ) যেকোনো বৎসরের উল্লিখিত ক্ষতির উক্ত অংশ উক্ত বৎসরের ডিভিডেন্ড আয় ব্যতীত ব্যবসার অন্য যেকোনো আয়, মুনাফা

বা লাভের সহিত সমন্বয় করা হইবে। এই পদ্ধতিতে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হইলে, উক্ত অসমন্বিত অংশ পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং উক্ত বৎসরের আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে একই পদ্ধতিতে সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবেও যদি সমুদয় ক্ষতি সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে তাহার পরবর্তী বৎসরে সংশ্লিষ্ট জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবে জের টানা অব্যাহত থাকিবে; তবে কোনোভাবেই ৬ (ছয়) বৎসরের অধিক এইরূপ ক্ষতির জের টানা যাইবে না;

(আ) কোনো বৎসরের উল্লিখিত ক্ষতির অংশ যেই আয়বর্ষে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে উক্ত আয়বর্ষের ব্যবসার আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে। যদি উক্ত বৎসরের একই ব্যবসায়ের মুনাফার বিপরীতে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণ সমন্বয় অসম্ভব হয়, তবে উক্ত ক্ষতির অসমন্বিত অংশ পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং উক্ত করদাতার উক্ত বৎসরের এইরূপ কোনো ব্যবসার মুনাফা বা লাভের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবেও যদি সমুদয় ক্ষতি সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে উহা পরবর্তী বৎসরে জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবে জের টানা অব্যাহত থাকিবে; তবে কোনোভাবেই ১০ (দশ) বৎসরের অধিক উক্তরূপ ক্ষতির জের টানা যাইবে না;

(খ) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পর, তাহার পূর্ববর্তী সকল ব্যয় দফা (ক) এর অধীন ক্ষতি হিসাবে গণ্য না হইলে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার সময়ের ব্যবহারাধীন বাস্তব সম্পদের আওতা বহির্ভূত হইলে, উহা বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুমোদিত হইবে; কোনো বৎসরে উক্তরূপ বাদযোগ্য খরচের কতটুকু অংশ, যাহা বাদযোগ্য অর্থের সমষ্টির ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক নহে, অনুমোদন দেওয়া হইবে, সেই পরিমাণ করদাতা কর্তৃক নিরূপিত হইবে;

(গ) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পর উৎপাদন ও অনুসন্ধানের সহিত সম্পর্কিত ব্যয়ের অর্থ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় ভাতা অনুমোদনযোগ্য রহিয়াছে এইরূপ সম্পত্তির উপর ব্যয় বাদযোগ্য হইবে না এবং চতুর্থ তফসিলের বিধান অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির উপর অবচয় অনুমোদন করা যাইবে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখের পূর্বে পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাস্তব

সম্পদ অর্জিত হইলে উহা যদি উক্ত তারিখে ব্যবহৃত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্পদ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর সময় প্রকৃত মূল্যের বিনিময়ে নতুনভাবে অর্জন করা হইয়াছিল মর্মে গণ্য করিয়া উক্তরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বাদযোগ্য সুবিধা অনুমোদন করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পূর্বে কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপরি-উল্লিখিত প্রকৃত মূল্য হইতে উক্ত অনুমোদিত অবচয় ভাতার সমপরিমাণ অর্থ বাদ দিতে হইবে;

(ঘ) যদি, কোনো বৎসর, ধারা ৪৯-৫৩ এর অধীন এবং এই অনুচ্ছেদের উপরি-উক্ত দফা (খ) ও (গ) এর অধীন অনুমোদিত বিয়োজন, বাংলাদেশে উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামের বিক্রয়লব্ধ মোট প্রাপ্তির অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত প্রাপ্তি, লভ্যাংশ ভিন্ন অন্যান্য আয়ের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে, এবং ধারা ৭০ ও ৭১ এই বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং শর্ত সাপেক্ষে, জের টানা যাইবে।

[১৮][***]

৪। **সরকারকে পরিশোধযোগ্য অর্থ ও করসমূহ।**-এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ব্যবসা বা ব্যবসার অংশ হইতে অর্জিত মুনাফা বা লাভ হইতে উদ্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে, যেকোনো করবর্ষে সরকারকে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ এবং আয়কর, করদাতার সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে নিরূপিত হইবে।

৫। **সরকারকে প্রদত্ত অর্থ এবং করসমূহের সমন্বয়।**-যদি কোনো বৎসরের আয়ের উপর করদাতা কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত অর্থ এবং করের সমষ্টি অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লিখিত চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণ অর্থের অধিক বা কম হয়, তাহা হইলে সরকারের সহিত তাহার চুক্তির শর্তাবলিতে বর্ণিত আয়ের জন্য যেই পরিমাণ অর্থ সরকারকে প্রদেয় হয়, তাহার সহিত প্রদেয় করের সমষ্টির সমতা বিধানার্থে উক্ত করদাতার করদায় সমন্বয় করা হইবে।

৬। **অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জের টানা।**-যদি কোনো বৎসর সরকারের নিকট পরিশোধিত কোনো অর্থের পরিমাণ, অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের অধিক হয়, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থের যেই পরিমাণ অর্থ অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লিখিত কোনো কর বা লেভির অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই পরিমাণ অর্থ পরবর্তী বৎসরের জের টানা যাইবে এবং পরবর্তী বৎসরের জন্য অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারকে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

---

[১৮] অনুচ্ছেদ ৩ অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৪ ধারাবলে বিলুপ্ত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

৭। **তেলের বিক্রয় মূল্য।**-এই অংশের অধীন আয় গণনার ক্ষেত্রে, ''ওয়েলহেড মূল্যকে'' তেলের বিক্রয়মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

৮। **ব্যাখ্যা।**-এই অংশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে,-

(ক) ''**বাণিজ্যিক উৎপাদন**'' অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদন;

(খ) ''**পেট্রোলিয়াম**'' অর্থ The Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act No. LXIX of 1974) এ সংজ্ঞায়িত পেট্রোলিয়াম, তবে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) ''**সমর্পণ**'' অর্থ কোনো এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধিকার এবং কোনো চুক্তির শর্তাধীনে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো অধিকারের সমাপ্তি;

(ঘ) ''**সমর্পণকৃত এলাকা**'' অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সমর্পণ বা স্বত্ব ত্যাগ বা ব্যবসা সমাপ্তির মাধ্যমে কোনো এলাকার উপর তাহার অধিকারের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে এইরূপ এলাকা;

(ঙ) ''**ওয়েলহেড মূল্য**'' অর্থ করদাতা ও সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই অর্থে ওয়েলহেড মূল্য এবং উক্ত চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত করা না হইলে, পেট্রোলিয়াম (উৎপাদন) বিধিমালা, ১৯৪৯ এই সংজ্ঞায়িত অর্থে ওয়েলহেড মূল্য;

(চ) ''**সরকারকে অর্থ পরিশোধ**'' অর্থ সরকারকে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ অথবা বাংলাদেশে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষকে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ, বাংলাদেশে নির্দিষ্টভাবে তেল উৎপাদন বা আহরণ শিল্পের জন্য বা উক্তরূপ সকল শিল্পের জন্য, বা উহাদের যেকোনটির জন্য আরোপিত যেকোনো কর বা লেভির ক্ষেত্রে, এবং সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক কার্যাবলির জন্য সাধারণভাবে আরোপিত নহে।

অংশ ২

বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল এবং তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

১। **খনিজ মজুদ অনুসন্ধান ও আহরণ হইতে অর্জিত মুনাফার পৃথক হিসাব।**-বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অনবায়নযোগ্য খনিজ মজুদ অনুসন্ধান বা আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত মুনাফা ও লাভের হিসাব তাহার অন্যান্য ব্যবসা হইতে অর্জিত

আয়, মুনাফা বা লাভ হইতে পৃথকভাবে হিসাব করিতে হইবে; এবং উক্ত ব্যবসা, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, অতঃপর এই অংশে উক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লিখিত, বিবেচিত হইবে।

২। **মুনাফা পরিগণনা।**- (১) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ, এই অংশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ধারা ৪৯-৫৩ এর বিধান অনুসারে হিসাব করিতে হইবে।

(২) উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থ, ধারা ৭০ অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা সম্ভব না হইলে, ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ক্ষতি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে; যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার আয়বর্ষে তাহার অর্জিত আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যে অংশ সমন্বয় করা সম্ভব হয় নাই উহা পরবর্তী আয়বর্ষে জের হিসাবে সমন্বয় করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে সমন্বয় অব্যাহত থাকিবে; তবে কোনো ক্ষতি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার আয়বর্ষ হইতে পরবর্তী অনধিক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সমন্বয় করা যাইবে।

(৪) তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হইবার পর, খনিজ আকরিক আহরণের জন্য ক্রয়কৃত বা অর্জিত যন্ত্রপাতি ও স্থাপনার উপর, যে বৎসর উহা প্রথম ব্যবহার করা হইয়াছিল, সেই বৎসরের মুনাফা ও লাভের বিপরীতে এইরূপ সম্পদের প্রকৃত ব্যয়ের সমান হারে অবচয় ভাতা অনুমোদন করা যাইবে; যেক্ষেত্রে কোনো বৎসরে মুনাফা বা লাভ অর্জিত না হইবার বা অর্জিত মুনাফা বা লাভ অবচয় ভাতা অপেক্ষা কম হইবার কারণে এইরূপ ভাতা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করা সম্ভব হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত অপরিশোধিত অবচয় ভাতা বা তাহার অংশবিশেষ পরবর্তী বৎসরের অবচয় ভাতার সহিত যুক্ত হইবে এবং পরবর্তী বৎসর গুলিতেও একই নিয়মে অব্যাহত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন কোনো ক্ষতি জের হিসাবে টানা হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত জেরের সমন্বয় পূর্বে করিতে হইবে।

৩। **নিঃশেষ ভাতা।**- (১) কোনো বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ হিসাব করিবার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত খরচ, অতঃপর এই অনুচ্ছেদে নিঃশেষ ভাতা বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন করা যাইবে যাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ), (উক্তরূপ ভাতা বিয়োজনের পূর্বে) বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত মূলধনের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ), (এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধান অনুসারে উক্তরূপ মূলধন হিসাব করিয়া), এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো নিঃশেষ ভাতা অনুমোদন করা হইবে না, যদি না নিঃশেষ ভাতার সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভ ও ক্ষতির হিসাবে বিয়োজন করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো বৎসরে নিঃশেষ ভাতা অনুমোদন করা হয়, এবং পরবর্তীতে উক্ত অর্থ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ নির্ধারিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা হিসাবে যে পরিমাণ খরচ অনুমোদিত হইয়াছিল, উহা ভুলক্রমে অনুমোদিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে; এবং এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপকর কমিশনার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার মোট আয় পুনর্গণনা করিতে পারিবেন এবং যতদূর সম্ভব উক্ত ক্ষেত্রে ধারা ২১২ ও ১৯৭ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং যেই বৎসর উক্ত অর্থ ব্যবহার করা হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার তারিখ হইতে ধারা ১৯৭ এ নির্ধারিত সময় গণনা করা হইবে।

৪। **মজুদ খনিজ পদার্থ পরিশোধন বা ঘনীভবন কার্য হইতে উদ্ভূত মুনাফার উপর কর অব্যাহতি।-** (১) যেক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হইতে আহরণকৃত খনিজ পদার্থ বাংলাদেশেই পরিশোধন বা ঘনীভবন করে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অতিক্রম না করিয়া এইরূপ মুনাফা ও লাভের অংশ আয়কর অব্যাহতি পাইবে; এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এইরূপ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসারে হিসাব করা হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে এইরূপ ব্যবসার মুনাফা ও লাভ এইরূপভাবে গণনা করা হয়, যাহার মেয়াদ ১ (এক) বৎসরের কম বা অধিক, সেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভের পরিমাণ ১ (এক) বৎসর মেয়াদের বিবেচ্য সময়ের জন্য বর্ণিত মুনাফা ও লাভের অর্থের সমানুপাতিক হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ যে ব্যবসার মুনাফা ও লাভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে উহা অংশ ৫ এর পঞ্চম অধ্যায়ের বিধান অনুসারে হিসাব করা হইবে।

(৪) এই দফার বিধানাবলি যে আয়বর্ষে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষের পরবর্তী বৎসরের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অথবা অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন ক্ষতি অথবা অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন অনুমোদিত কোনো ভাতা পূর্ণ সমন্বয় বা কর্তনের ক্ষেত্রে, যাহা পরে ঘটে, এবং পরবর্তী ৪ (চার) বৎসরের জন্য কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ তফসিল
কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট
[ধারা ৭৬ [১৯][, ৭৭ ও ৭৮]]
অংশ ১
মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ

নিম্নবর্ণিত আয় মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ যাইবে, যথা:-

(১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তির অধীন আয়কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো আন্ত-সরকারি সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ইহার কোনো কর্মচারীর আয়;

(২) নিম্নবর্ণিত যেকোনো আয়-

(ক) কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, এনভয়, মিনিস্টার, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, কমিশনার, কাউন্সিলর, কনসল দ্য কেরিয়ার, সেক্রেটারি, দূতাবাসের উপদেষ্টা বা এটাচি, হাই কমিশন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের লিগেশন বা কমিশন কর্তৃক তাহাদের এইরূপ যোগ্যতায় চাকরি সূত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার হইতে প্রাপ্ত পারিতোষিক;

(খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি রাষ্ট্রের ট্রেড কমিশনার বা অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধি উক্ত পদে অবৈতনিক দায়িত্ব পালনকারী নহেন এইরূপ বেতন বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে এইরূপ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সমমর্যাদার উক্তরূপ কর্মকর্তা একই ধরনের অব্যাহতি ভোগ করিয়া থাকেন;

(গ) দফা (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত কোনো কর্মচারীর কোনো অফিস স্টাফের সদস্য কর্তৃক বেতন হিসাবে গৃহীত আয়, যখন উক্ত সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক না হন এবং তাহার প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রের নাগরিক হন বা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক হন এবং উক্ত অফিস স্টাফের সদস্য হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা বা পেশা বা চাকরিতে নিযুক্ত না থাকেন, এবং উক্তরূপ প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রে কর্মরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমপ্রকৃতির অব্যাহতির বিধান কার্যকর থাকে;

---

[১৯] ‘‘, ৭৭ ও ৭৮’’ কমা, সংখ্যাগুলি ও শব্দ ‘‘ধারা ৭৬’’ শব্দ ও সংখ্যার পর অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(ক) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(৩) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান এবং যেকোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক;

(৪) সরকারি পেনশন তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;

(৫) সরকারি আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;

(৬) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল-

(ক) কর্তৃক কর্মচারী বা নিয়োগকর্তা হইতে গৃহীত কোনো চাঁদা; এবং

(খ) হইতে উহাদের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত আয় যাহা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অর্থ অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার সীমা অতিক্রম করিবে না;

(৭) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ভূত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হইতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(৮) সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্প অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(৯) পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের বিনিয়োগকৃত অর্থের মোট পুঞ্জীভূত অর্জিত মূল্য/ প্রকৃত মূল্য/ আক্ষরিক মূল্য/ ক্রয় মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হয়;

(১০) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত নিম্নবর্ণিত সত্তাসমূহ কর্তৃক অর্জিত যেকোনো আয়, যথা:

(ক) মিউচুয়াল ফান্ড (Mutual Fund);

(খ) বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল (Alternative Investment Fund);

(গ) রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (Real Estate Investment Trust);

(ঘ) একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (Exchange Traded Fund);

(১১) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত, সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীন গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, যদি উক্ত আয়-

(ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে বাংলাদেশে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; অথবা

(খ) কোনো দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এইরূপ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পুঞ্জীভূত করা হয় বা চূড়ান্তভাবে পৃথক করিয়া রাখা হয়, এবং-

(অ) এইরূপ আয় কী কারণে এবং কত সময়ের জন্য পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা উপকর কমিশনারকে অবহিত করা হয়;

(আ) উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত মেয়াদ ১০ (দশ) বৎসরের অধিক না হয়;

(ই) এই রকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করিয়া রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যেকোনো হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এইরূপ কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যাহার ৫১% (একান্ন শতাংশ) বা ইহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত।

[২০][(১২) যেকোনো দান বা অনুদান যদি উহা—

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা

(খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়;]

[২১] [(১৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হইতে উদ্ভূত সার্ভিস চার্জ:

(ক) আইন দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্তরূপ সার্ভিস চার্জ কেবল মাইক্রোক্রেডিট হিসাবে আবর্তিত হইতে হইবে; এবং

[২২][(খ) মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ অর্জনে ব্যবহৃত না হয়;

(গ) মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায়ে পুঁজি হিসাবে ব্যবহৃত না হয়;]

(ঘ) কোনো করবর্ষে যতটুকু অনাবর্তিত হইবে কেবল ততটুকুই করযোগ্য হইবে;

ব্যাখ্যা।— এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, **"সার্ভিস চার্জ"** অর্থ বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা প্রদেয় যেকোনো আর্থিক চার্জ বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেনো;]

(১৪) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ যদি-

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

---

[২০] দফা (১২) অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(খ) (অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[২১] দফা (১৩) অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(খ) (আ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[২২] উপ-দফা (খ) ও (গ) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(১) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

[২৩][(১৫) ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ট্রাস্ট বা তহবিলের আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যাহার উপর উক্ত ট্রাস্ট বা তহবিল কর্তৃক কর পরিশোধ করা হইয়াছে;]

(১৬) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে একজন করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যাহার উপর উক্ত পরিবার কর্তৃক কর পরিশোধিত;

(১৭) বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যাহা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করিয়াছেন;

(১৮) কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হইতে গৃহীত কোনো আয়;

(১৯) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় যাহা কেবল উক্ত পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছে;

[২৪][(২০) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হইতে আয়" খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয় যদি উক্ত ব্যক্তির কৃষি হইতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় না থাকে;]

[২৫][(২০ক) কোনো ব্যক্তির হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী, পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন, চিংড়ি ও মাছের পেলেটেড ফিড উৎপাদন, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, বীজ বিপণন, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার ইত্যাদি খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা;]

---

[২৩] দফা (১৫) অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(খ) (ই) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[২৪] দফা (২০) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(২) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[২৫] দফা (২০ক) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(৩) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[২৬][(২১) ১ জুলাই, ২০২৪ হইতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হইতে উদ্ভূত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয়, যথা:—

(ক) এআই বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);

(খ) ব্লকচেইন বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);

(গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);

(ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);

(ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);

(চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);

(ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);

(জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);

(ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);

(ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);

(ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);

(ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);

---

[২৬] দফা (২১) অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(খ)(ঈ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);

(ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);

(ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);

(ত) ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);

(থ) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing);

(দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);

(ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving):

[২৭][তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যবসায়ের সকল আয় শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে;]

[২৮][***]

(২৩) বাংলাদেশ সরকারের সহিত প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর অধীন বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত কোনো পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানকারী কোম্পানির পক্ষে সরকার কর্তৃক কর হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ;

(২৪) যে কোনো পণ্য উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প হইতে উদ্ভূত আয়, যাহার-

(ক) শিল্পটি নারীর মালিকানাধীন হইলে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা;

---

[২৭] শর্তাংশ অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(৪) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[২৮] দফা (২২) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(৫) ধারাবলে বিলুপ্ত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(২৫) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড হইতে উদ্ভূত কোনো আয়, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জিরো কূপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিরো কূপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;

[২৯][**ব্যাখ্যা।-** এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জিরো কুপন বন্ড বলিতে জিরো কুপন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটকেও বুঝাইবে;]

(২৬) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত এইরূপ কোনো আয় যাহা ''আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়'' হিসাবে পরিগণিত নহে এবং যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন করে-

(ক) সরকারের এমপিওভুক্ত (মাসিক পে অর্ডার এর জন্য তালিকাভুক্ত) হয়;

(খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণ করে;

(গ) সরকারের বিধি-বিধান অনুসারে গঠিত কোনো পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়;

(২৭) ''চাকরি হইতে আয়'' হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা [৩০][৫ (পাঁচ) লক্ষ] টাকা যাহা কম;

[৩১][(২৮) কোনো তহবিল, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা পৃথক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয় বা কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক

---

[২৯] ব্যাখ্যা অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(৬) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৩০] "৫ (পাঁচ) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি "৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(৭) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৩১] দফা (২৮) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(৮) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট) কর্তৃক আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয়;]

(২৯) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হইতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা;

(৩০) [৩২][বাংলাদেশ সরকার অথবা বিদেশী কোনো] সরকার হইতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার;

[৩৩][(৩০ক) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত নোবেল, রামোন ম্যাগসেসে, বুকার, পুলিৎজার, সাইমন বলিভার, একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, গ্রামি, এমি, গোল্ডেন গ্লোব, কান চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কার;]

(৩১) কোনো বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা হইতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(৩২) কোনো কোম্পানির অনুকূলে বণ্টিত কর পরিশোধিত লভ্যাংশ, যদি উক্ত লভ্যাংশ বিতরণকারী কোম্পানি উক্ত কর পরিশোধিত লভ্যাংশের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করে;

(৩৩) ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে আনীত হইলে অনুরূপ আয়;

[৩৪][(৩৪) জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হইতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয়;]

[৩৫][(৩৪ক) জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয়;]

---

[৩২] "বাংলাদেশ সরকার অথবা বিদেশী কোনো" শব্দগুলি "সরকার" শব্দের পূর্বে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(৯) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৩৩] দফা (৩০ক) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(৯) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৩৪] দফা (৩৪) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(১০) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৩৫] দফা (৩৪ক) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(১১) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(৩৫) স্বামী-স্ত্রী, [৩৬][আপন ভাই বা বোন,] মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হইতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ যদি উহা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেইক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;

(৩৬) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয়, যাহা-

(ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট [৩৭][অথবা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট] হস্তান্তর হইতে অর্জিত হইয়াছে; এবং

(খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পনসর, ডিরেক্টর বা প্লেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হইতে অর্জিত নহে।]

অংশ ২
[৩৮][মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন]

নিম্নবর্ণিত আয় [৩৯][মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন] হইবে, যথা:-

(১) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে-

(ক) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন বা এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো তহবিলে নিম্নবর্ণিত সর্বোচ্চ পরিমাণ সাপেক্ষে দানকৃত কোনো আয়, যথা:-

---

[৩৬] "আপন ভাই বা বোন," শব্দগুলি ও চিহ্ন "স্বামী-স্ত্রী," শব্দগুলি ও চিহ্নগুলির পর অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(১২) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৩৭] "অথবা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট" শব্দগুলি "বা ইউনিট" শব্দগুলির পর অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(ক)(১৩) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৩৮] "মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন" শিরোনামটি "মোট আয় হইতে বিয়োজন" শিরোনাম এর পরিবর্তে অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(গ)(অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৩৯] "মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন" শিরোনামটি "মোট আয় হইতে বিয়োজন" শিরোনাম এর পরিবর্তে অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(গ)(আ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(অ) কোনো কোম্পানির আয়ের ১০% (দশ শতাংশ) বা ৮ (আট) কোটি টাকা, দুইয়ের মধ্যে যাহা কম;

(আ) কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো করদাতার আয়ের ১০% (দশ শতাংশ) বা ১ (এক) কোটি টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম;

(খ) সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বালিকা বিদ্যালয় বা মহিলা কলেজে দানকৃত আয়; এবং

(গ) সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দানকৃত আয়;

(২) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে কৃষি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের সহিত সম্পৃক্ত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে দানকৃত আয়।

অংশ ৩
সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়

১। **প্রয়োগ**।-এই অংশ কোনো নিবাসী স্বাভাবিক [৪০][ব্যক্তি] করদাতা, এবং অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক [৪১][ব্যক্তি] করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সাধারণ কর রেয়াত প্রযোজ্য এইরূপ অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়**।-নিম্নবর্ণিত বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(১) করদাতা কর্তৃক তাহার নিজের জন্য অথবা তাহার স্বামী বা স্ত্রী অথবা তাহার কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জন্য জীবন বিমা বা চুক্তিভিত্তিক "deferred annuity" পরিচালনা করিবার জন্য পরিশোধিত কোনো অর্থ, তবে বিমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত উক্ত অর্থ হইবে বিমার প্রকৃত অর্থের (বোনাস বা অন্যান্য সুবিধা ব্যতীত) ১০% (দশ শতাংশ);

---

[৪০] "ব্যক্তি" শব্দটি "স্বাভাবিক" শব্দটির পর অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(ঘ)(অ) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৪১] "ব্যক্তি" শব্দটি "স্বাভাবিক" শব্দটির পর অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(ঘ)(অ) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(২) হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক উক্ত পরিবারের যেকোনো পুরুষ সদস্যের বা এইরূপ সদস্যের স্ত্রীর জীবন বিমার উদ্দেশ্যে পরিশোধকৃত অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম অথবা, চুক্তিভিত্তিক "deferred annuity" এর জন্য পরিশোধিত অর্থ বাংলাদেশে পরিশোধ না করা হইলে, এই অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদনযোগ্য হইবে না;

(৩) কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে বেতনাদি বাবদ পরিশোধযোগ্য যেকোনো পরিমাণের অর্থ হইতে চাকরির শর্তাবলি অনুসারে উক্ত ব্যক্তির জন্য স্থগিত বার্ষিক বৃত্তি বাবদ অথবা তাহার স্ত্রী বা সন্তানদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কর্তনকৃত অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অর্থ প্রাপ্য বেতনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না;

(৪) Provident Fund Act, 1925 (Act No. 19 of 1925) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যেকোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা বাবদ প্রদেয় অর্থ;

(৫) দ্বিতীয় তফশিলের অংশ ৩ এ বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, কোনো ভবিষ্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে করদাতা [৪২][এবং] তাহার নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ যাহা চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে;

(৬) অনুমোদিত কোনো বার্ধক্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে তৎকর্তৃক বার্ষিক সাধারণ চাঁদা হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থ;

(৭) কোনো আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত কোনো অর্থ, যথা:-

(ক) অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার কোনো সরকারি সিকিউরিটিজ;

(খ) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বা সম্পদ ব্যবস্থাপক বা ফান্ড ম্যানেজার কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউনিট সার্টিফিকেট এবং মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ বা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা;

(গ) কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পন্সরকৃত ডিপোজিট পেনশন স্কিমে বা মাসিক সঞ্চয় স্কিমে জমাদানকৃত অনধিক ১ (এক) লক্ষ ২০ (বিশ) হাজার টাকা;

---

[৪২] "এবং" শব্দ "বা" শব্দটির পরিবর্তে অর্থ আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৮৫(ঘ)(আ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(৮) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ [৪৩][নতুন] অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের অধীন পরিচালিত কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ;

(৯) করদাতা কর্তৃক কোনো দাতব্য হাসপাতালকে প্রদত্ত কোনো দান, যাহা এইরূপ অর্থ পরিশোধের ১ (এক) বৎসর পূর্বে সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত এলাকায় স্থাপন করা হইয়াছে এবং বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হইয়াছে;

(১০) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের কল্যাণে স্থাপিত কোনো সংগঠনকে করদাতা কর্তৃক দান হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ, যদি এইরূপ সংগঠন উক্ত দানের এক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়;

(১১) করদাতা কর্তৃক যাকাত হিসাবে জাকাত তহবিলে অথবা চাঁদা বা দান হিসাবে যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫ নং আইন) দ্বারা বা ইহার অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো দাতব্য তহবিলে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(১২) স্ত্রী, সন্তান বা নির্ভরশীল অন্য কারো সুবিধা প্রতিবিধানার্থ কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ অথবা যৌথ বিমা স্কিমের অধীন কোনো প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধিত অর্থ যদি এইরূপ তহবিল অথবা স্কিম বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হয়;

(১৩) [৪৪][বোর্ড] কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জনকল্যাণমুলক বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত অর্থ;

(১৪) স্বাধীনতা যুদ্ধ স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণের অর্থ;

(১৫) জাতির পিতার স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণের অর্থ;

[৪৫][***]

---

[৪৩] "নতুন" শব্দ "সিকিউরিটিজে" শব্দের পর অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(খ)(অ) ধারাবলে সন্নিবেশিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৪৪] "বোর্ড" শব্দ "সরকার" শব্দের পরিবর্তে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(খ)(আ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৪৫] অংশ ৪ অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৪(গ) ধারাবলে বিলুপ্ত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

সপ্তম তফসিল
বিশেষ করহার
[ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য]

[৪৬][১। এই আইনের অধীন "মূলধনি আয়" হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে, যথা:-

(ক) কোম্পানি, [৪৭][ব্যক্তিসংঘ] ও ট্রাস্ট কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(খ) কোম্পানি, [৪৮][ব্যক্তিসংঘ] ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(গ) কোম্পানি, [৪৯][ব্যক্তিসংঘ] ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয় ব্যতীত, অন্যান্য মূলধনি আয়ের ক্ষেত্রে-

(অ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার;

(আ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ)।

---

[৪৬] অনুচ্ছেদ (১) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৫(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৪৭] "ব্যক্তিসংঘ" শব্দ "তহবিল" শব্দের পরিবর্তে অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৪৮] "ব্যক্তিসংঘ" শব্দ "তহবিল" শব্দের পরিবর্তে অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

[৪৯] "ব্যক্তিসংঘ" শব্দ "তহবিল" শব্দের পরিবর্তে অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

(ঘ) দফা (ক) ও (গ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো জমি বা জমিসহ স্থাপনা হস্তান্তরকালে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত কোনো অর্থ গৃহীত হইলে উক্ত গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ মূলধনী আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ মূলধনী আয়ের উপর এই তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর করহার অনুসারে কর প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ব্যাংক বিবরণীসহ দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে।]

২। ধারা ২ এর দফা (৮১) এ সংজ্ঞায়িত ''লভ্যাংশ'' হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে-

(ক) কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের উপর ২০% (বিশ শতাংশ);

(খ) কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে এইরূপ লভ্যাংশ মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার।

৩। লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে এইরূপ প্রাপ্তির উপর ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) হারে করারোপিত হইবে।

[৫০] [***]

অষ্টম তফসিল
বিশেষ বিধান
[ধারা ২৫ দ্রষ্টব্য]
অংশ ১
ব্যবসা পুনর্গঠন

১। বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে বলবৎ কোনো আইনের অধীন কোনোরূপ ব্যবসায়িক পুনর্গঠন হইলে উহা হইতে উদ্ভূত করদায় এই অংশের বিধানানুসারে নির্ধারিত হইবে।

---

[৫০] অনুচ্ছেদ (৪) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এর ১৩৫(খ) ধারাবলে বিলুপ্ত যাহা ২০২৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর।

২। একীভূতকরণ স্কিমের অধীন (in the sheme of amalgamation) মূলধনি পরিসম্পদ হস্তান্তরিত হইলে উক্ত হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনি আয় এই আইনের অধীন করারোপিত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, একীভূতকরণ স্কিমের অধীন একীভূতকরণাধীন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ একীভূত কোম্পানির শেয়ার ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে কোনো পণ (consideration) গ্রহণ করিলে উহা করযোগ্য আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং প্রযোজ্য হারে করারোপিত হইবে।

৩। ধারা ৭০ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, একীভূতকরণ স্কিমের অধীন গঠিত একীভূত কোম্পানি একীভূতকরণাধীন কোম্পানির পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা নিজের পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা হিসাবে এইরূপভাবে সমন্বয় করিতে ও জের টানিতে পারিবে যেন উক্ত পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা একীভূত কোম্পানি বরাবর, সময় সময়, উদ্ভূত হইয়াছিল।

৪। একীভূতকরণ স্কিমের অধীন গঠিত একীভূত কোম্পানির মূলধনি পরিসম্পদের মূল্য একীভূতকরণাধীন কোম্পানির হিসাববহিতে প্রদর্শিত মূলধনি পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের অধিক হইবে না এবং মূলধনি পরিসম্পদের পুনর্মূল্যায়ন হইলে, পুনর্মূল্যায়িত উদ্বৃত্তের (revaluation surplus) উপর কোনো প্রকার অবচয় বা অ্যামর্টাইজেশন ভাতা দাবি করা যাইবে না।

৫। ডিমার্জারের ফলে ডিমার্জড কোম্পানি হইতে ফলশ্রুত কোম্পানিতে মূলধনি পরিসম্পদ হস্তান্তরিত হইলে উক্ত হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনি আয় এই আইনের অধীন করারোপিত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ডিমার্জড কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ ফলশ্রুত কোম্পানির শেয়ার ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে কোনো পণ গ্রহণ করিলে অথবা ফলশ্রুত কোম্পানি হইতে প্রাপ্ত শেয়ারের মূল্য ডিমার্জড কোম্পানির আনুপাতিক শেয়ারের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে যতটুকু অধিক উহা করযোগ্য আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং প্রযোজ্য হারে করারোপিত হইবে।

৬। ধারা ৭০ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ডিমার্জারের ক্ষেত্রে ডিমার্জড কোম্পানির পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা নিম্নবর্ণিতভাবে ফলশ্রুত কোম্পানির পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা হিসাবে পরিগণিত হইবে-

(ক) ফলশ্রুত কোম্পানিতে হস্তান্তরিত উদ্যোগের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা ফলশ্রুত কোম্পানি তাহার নিজের পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা হিসাবে এইরূপভাবে দাবি করিতে পারিবে যেন পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা ফলশ্রুত কোম্পানির বরাবর, সময় সময়, উদ্ভূত হইয়াছিল;

(খ) ফলশ্রুত কোম্পানিতে হস্তান্তরিত উদ্যোগের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত নহে এইরূপ পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা প্রথমে ডিমার্জড কোম্পানি ও ফলশ্রুত কোম্পানির মধ্যে কোনো উদ্যোগের পরিসম্পদের ধারণের অনুপাতে বিভাজিত হইবে এবং পরবর্তীতে অনুপাতিক পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা ফলশ্রুত কোম্পানি তাহার নিজের পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা হিসাবে এইরূপভাবে দাবি করিতে পারিবে যেন পুঞ্জিভূত লোকসান বা অনিঃশেষিত অবচয় ভাতা ফলশ্রুত কোম্পানির বরাবর, সময়ে সময়ে, উদ্ভূত হইয়াছিল।

৭। ডিমার্জারের ক্ষেত্রে ফলশ্রুত কোম্পানির মূলধনি পরিসম্পদের মূল্য ডিমার্জারের বৎসরে ডিমার্জড কোম্পানির হিসাববহিতে প্রদর্শিত মূলধনি পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের অধিক হইবে না এবং মূলধনি পরিসম্পদের পুনর্মূল্যায়ন হইলে, পুনর্মূল্যায়িত উদ্বৃত্তের উপর কোনো প্রকার অবচয় বা অ্যামর্টাইজেশন ভাতা দাবি করা যাইবে না।

৮। এই অংশের উদ্দেশ্যেপূরণকল্পে,-

(১) "**উদ্যোগ**" অর্থ-

(ক) কোনো উদ্যোগের কোনো অংশ;

(খ) কোনো উদ্যোগের কোনো ইউনিট বা বিভাগ;

(গ) কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যবসায়িক কর্মকান্ড; বা

(ঘ) কোনো উদ্যোগের এইরূপ কোনো পরিসম্পদ বা দায় বা উহাদের কোনো সম্মিলন যাহা কোনো ব্যবসায়িক কর্মকান্ড গঠন করে;

(২) "**একীভূত কোম্পানি**" অর্থ-

(ক) কোনো কোম্পানি যাহার সহিত একীভূতকরণাধীন কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহ একীভূত হয়; অথবা

(খ) দুই বা ততোধিক কোম্পানির একীভূতকরণের ফলে গঠিত কোনো কোম্পানি;

(৩) "**একীভূতকরণ (amalgamation)"** অর্থ, কোম্পানির ক্ষেত্রে এইরূপ প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক কোম্পানির অন্য কোম্পানির সহিত

একীভূত হওয়া অথবা দুই বা ততোধিক কোম্পানি একীভূত হইয়া নূতন কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়া, যাহার ফলে-

(ক) একীভূতকরণের অব্যবহিত পূর্বে একীভূতকরণাধীন (merging) কোম্পানির সকল সম্পত্তি একীভূত (merged) কোম্পানির সম্পত্তি হইবে;

(খ) একীভূতকরণের অব্যবহিত পূর্বে একীভূতকরণাধীন কোম্পানির সকল দায় একীভূত কোম্পানির দায়ে পরিণত হইবে; এবং

(গ) যেইক্ষেত্রে একীভূত কোম্পানি বাংলাদেশি কোম্পানি, সেইক্ষেত্রে একীভূতকরণাধীন কোম্পানির অন্যূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) শেয়ারের ভ্যালু (Value of Share) ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ একীভূত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হইবে; অথবা যেইক্ষেত্রে একীভূত কোম্পানি বিদেশি কোম্পানি, সেইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বাংলাদেশি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডকারী একীভূতকরণাধীন বিদেশি কোম্পানির অন্যূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) শেয়ারের ভ্যালু ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ একীভূতকরণের ফলে একীভূত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,-

(অ) একীভূতকরণের অব্যবহিত পূর্বে কোনো একীভূত কোম্পানি সরাসরি বা কোনো নমিনির মাধ্যমে একীভূতকরণাধীন কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিলে উহা ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু হইতে ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনা করিতে হইবে; এবং

(আ) একীভূতকরণের অব্যবহিত পূর্বে কোনো একীভূত কোম্পানির সাবসিডিয়ারি সরাসরি বা কোনো নমিনির মাধ্যমে একীভূতকরণাধীন কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিলে উহা ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু

হইতে ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনা করিতে হইবে;

(৪) "**একীভূতকরণাধীন কোম্পানি**" অর্থ-

(ক) কোনো কোম্পানি যা অপর কোনো কোম্পানির সহিত একীভূত হয়; অথবা

(খ) কোনো কোম্পানি যা নূতন কোনো কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্যে অপর কোনো কোম্পানির সহিত একীভূত হয়;

(৫) "**ডিমার্জড কোম্পানি**" অর্থ এইরূপ কোম্পানি যাহার কোনো উদ্যোগ ডিমার্জারের ফলে ফলশ্রুত কোম্পানিতে হস্তান্তরিত হইয়াছে;

(৬) "**ডিমার্জার (demerger)**" অর্থ এইরূপ কোনো বন্দোবস্ত যাহার মাধ্যমে কোনো ডিমার্জড (demerged) কোম্পানি তাহার এক বা একাধিক উদ্যোগ (undertakings) কোনো ফলশ্রুত (resulting) কোম্পানিতে এইরূপভাবে স্থানান্তর করে যে-

(ক) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে ডিমার্জড কোম্পানির কোনো উদ্যোগের সকল সম্পত্তি ডিমার্জারের ফলে ফলশ্রুত কোম্পানির সম্পত্তিতে পরিণত হয়;

(খ) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে ডিমার্জড কোম্পানির কোনো উদ্যোগের সকল দায় ডিমার্জারের ফলে ফলশ্রুত কোম্পানির দায়ে পরিণত হয়;

(গ) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে ডিমার্জড কোম্পানির কোনো উদ্যোগের সকল সম্পত্তি ও দায় ডিমার্জড কোম্পানির হিসাববহিতে উল্লিখিত মূল্যে ফলশ্রুত কোম্পানিতে স্থানান্তরিত হয়;

(ঘ) যেইক্ষেত্রে ফলশ্রুত কোম্পানি বাংলাদেশি কোম্পানি, সেইক্ষেত্রে ডিমার্জড কোম্পানির অন্যূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) শেয়ারের ভ্যালু (Value of Share) ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ ফলশ্রুত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হইবে; অথবা যেইক্ষেত্রে ফলশ্রুত কোম্পানি বিদেশি কোম্পানি, সেইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বাংলাদেশি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডকারী ডিমার্জড বিদেশি কোম্পানির অন্যূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) শেয়ারের ভ্যালু ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ ডিমার্জারের ফলে ফলশ্রুত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হইবে

(ঙ) ফলশ্রুত কোম্পানিতে স্থানান্তরিত সম্পত্তি এবং দায় ফলশ্রত কোম্পানিতে সক্রিয় ব্যবসা হিসাবে স্থানান্তরিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে,-

(অ) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে কোনো ফলশ্রুত কোম্পানি সরাসরি বা কোনো নমিনির মাধ্যমে ডিমার্জড কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিলে উহা ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু হইতে ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনা করিতে হইবে; এবং

(আ) ডিমার্জারের অব্যবহিত পূর্বে কোনো ফলশ্রুত কোম্পানির সাবসিডিয়ারি সরাসরি বা কোনো নমিনির মাধ্যমে ডিমার্জড কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিলে উহা ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনার পূর্বে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শেয়ারের ভ্যালু হইতে ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পরিগণনা করিতে হইবে।

(৭) "**ফলশ্রুত কোম্পানি**" অর্থ-

(ক) এইরূপ কোনো কোম্পানি যাহার নিকট ডিমার্জারের ফলে ডিমার্জড কোম্পানির কোনো উদ্যোগ হস্তান্তরিত হয়; বা

(খ) ডিমার্জারের ফলে গঠিত কোনো ফলশ্রুত কোম্পানি;

(৮) "**ব্যবসা পুনর্গঠন**" অর্থ-

(ক) একীভূতকরণ; এবং

(খ) ডিমার্জার।

অংশ ২
স্টার্টআপ স্যান্ডবক্স

১। এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো স্টার্টআপের গ্রোথ বর্ষের "ব্যবসা হইতে আয়" নিরূপণের ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ ও ধারা ৫৬ প্রযোজ্য হইবে না।

২। কোনো গ্রোথবর্ষে কোনো নিবন্ধিত স্টার্টআপ লোকসান করিলে এবং উক্ত লোকসান সংশ্লিষ্ট করবর্ষে সমন্বয় না করা গেলে পরবর্তী ৯ (নয়) বৎসর পর্যন্ত উহার জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে।

৩। কোনো গ্রোথবর্ষে কোনো নিবন্ধিত স্টার্টআপের জন্য ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন ন্যূনতম করহার ০.১% (দশমিক এক শতাংশ) হইবে।

৪। কোনো স্টার্টআপ তার সিস্টেমে বা হিসেবের খতিয়ানে আয়কর কর্তৃপক্ষকে স্থায়ী প্রবেশাধিকার বা অ্যাকসেস প্রদান করিলে কেবল ধারা ১৬৬ এবং ধারা ১৭৭ এর অধীন রিটার্ন দাখিল ব্যতীত তাহার অন্য কোনো রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

৫। কোনো স্টার্টআপকে স্যান্ডবক্সের সুবিধা গ্রহণ করিতে হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

৬। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো স্টার্টআপ নিবন্ধনের উপযুক্ত হইবে না-

(ক) যদি ১ জুলাই, ২০১৭ এর পূর্বে নিগমিত (incorporated) হয়; অথবা

(খ) ১ জুলাই, ২০১৭ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে নিগমিত এবং ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিবন্ধিত (registered) হইতে ব্যর্থ হয়; অথবা

(গ) ১ জুলাই ২০২৩ এর পর নিগমিত এবং নিগমিত হইবার বৎসরের পরের বৎসরের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে এই ধারার অধীন নিবন্ধিত হইতে ব্যর্থ হয়।

৭। এই অংশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) "**গ্রোথবর্ষ (growth years)**" অর্থ-

(অ) ১ জুলাই ২০১৭ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে নিগমিত (incorporated) ও ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিবন্ধিত স্টার্টআপের জন্য ১ জুলাই, ২০২৪ হইতে ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসর; বা

(আ) ১ জুলাই ২০২৩ তারিখে বা উক্ত তারিখের পরে নিগমিত এবং নিগমিত হইবার পরের বৎসরের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে এই ধারার অধীন নিবন্ধিত স্টার্টআপের জন্য নিগমিত হইবার বৎসরের শেষ হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর;

(খ) "**উদ্ভাবন (innovation)"** অর্থ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা বা সমস্যাগুচ্ছের অভিনব সমাধান প্রদানের মাধ্যমে বা বিদ্যমান সমাধানের উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধনের মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া;

(গ) "**স্টার্টআপ**" অর্থ এইরূপ কোনো কোম্পানি যার বার্ষিক টার্নওভার কোনো অর্থবৎসরে ১০০ (একশত) কোটি টাকার উর্ধ্বে নহে এবং যাহা-

(অ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত; এবং

(আ) উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রযুক্তি বা মেধাস্বত্ব চালিত নূতন পণ্য, প্রক্রিয়া বা সেবার বিস্তারে বা বাণিজ্যিকীকরণে নিয়োজিত; এবং

(ই) একীভূতকরণ বা ডিমার্জার স্কিমের অধীন সৃষ্ট কোনো কোম্পানি নহে।